পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 241 Saturday, 1 August, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৪১ সংখ্যা ✱ ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, শনিবার, ১ আগস্ট ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানানো হবে

জানাল পাকিস্তানি বিদেশ মন্ত্রক

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ৩১ জুলাইঃ সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর আগামী শীর্ষ সম্মেলনকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিল পাকিস্তান। আগামী বছর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হতে চলা এসসিও সম্মেলনে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক। পাকিস্তানের বক্তব্য, আয়োজক দেশ হিসেবে এসসিও-র সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানানো তাদের বাধ্যবাধকতা। ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে। সম্প্রতি পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আসিয়ান বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর কি পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে

বৈঠকের অনুরোধ করেছিলেন? পাশাপাশি তিনি জানতে চান, আগামী বছর ইসলামাবাদে এসসিও শীর্ষ সম্মেলন হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কি আমন্ত্রণ জানানো হবে?

এর জবাবে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের (এআরএফ) ফাঁকে ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈঠকের কোনও অনুরোধ এসেছে বলে তাঁর জানা নেই। তবে এসসিও সম্মেলনের বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সংগঠনের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে। মুখপাত্র বলেন, এসসিও-র সব সদস্য দেশকে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান স্তরে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এটি আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তানের দায়িত্ব। তাই আমন্ত্রণ অবশ্যই পাঠানো হবে। এসসিও-র নিয়ম মেনেই সব রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন,

● এরপর ৬ পাতায়...

‘মমতার মদতেই টুলুদের বিরাট চক্র, যুক্ত আছে আরও অনেকে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস ছিল ‘কুবেরের বিষয়আশয়’! গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে যে বীরভূমের মাটি খুঁড়ে যা বেরোল তাতে কুবেরও হয়তো লজ্জা পাবে। শুক্রবার দ্বিপ্রহরে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে সেই ব্যালেন্স শিট তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বীরভূমের ‘পাথরসম্রাট’ টুলু মণ্ডলের সাম্রাজ্যে হানা দিয়ে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ১৫০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। শুক্রবার নবান্নে রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষকে পাশে বসিয়ে সেই পরিসংখ্যানই বিশদে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, স্রেফ রাজ্যের একটি জেলা থেকেই বেআইনি ভাবে পাথর পাচার করে গত ১৫ বছরে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এর জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সরাসরি দায়ী করেছেন শুভেন্দু। বীরভূমের

পাথর সিন্ডিকেটের মূল চালিকাশক্তি টুলু মণ্ডল এবং তাঁর শ্যালক মিনার মণ্ডলের কাছ থেকে পুলিশ ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং ১৫ কেজি সোনা (যার মোট বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা) ছাড়া পরবর্তীতে আরও ৫৩ লক্ষ টাকা নগদ, ২৬৮ গ্রাম সোনার গয়না, ৪০০ গ্রাম রূপো এবং ২৩ গ্রাম প্ল্যাটিনামের গয়না বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়াও ফেরার ‘পাথরসম্রাট’ টুলু মণ্ডলের সন্ধান পাওয়া এ যাবৎ ৯৩ কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স চিহ্নিত করে সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। রাজকীয় বিলাসের অঙ্গ হিসেবে বিএমডব্লিউ, অডি এবং ৮৩টি ডাম্পার-ট্রাক-সহ মোট ২৪২টি গাড়ি সিজ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩টি পাথর খনি, ২টি ক্রাশার, ২টি পেট্রোল পাম্প, ১টি ফার্মহাউস, ৭টি প্রকাণ্ড বাড়ি-সহ মোট ২১টি স্থাবর সম্পত্তি (যার মোট আয়তন প্রায় ৩০০ বিঘা) আইনি প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করার কাজ চলছে। আরও পাওয়া গেছে নগদ গণনার ৩টি যন্ত্র, ১টি কম্পিউটার, ২টি পেন ড্রাইভ এবং বিপুল পরিমাণ ভুয়া ডিসিআর, রোড চালান ও চেক বই উদ্ধার হয়েছে। অভিযানের সাফল্যের জন্য বীরভূমের পুলিশ সুপার, জেলা পুলিশ টিম এবং ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানোয় রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে ধন্যবাদ জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী। বিগত জমানার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পূর্বে বীরভূমের পাথর খাত থেকে রাজ্য সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আসত মাত্র ৬০ থেকে ৮০ কোটি টাকা। অথচ নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র এক মাসে (১১ মে থেকে ১১ জুন) সেই আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ কোটি টাকা, যা বর্তমানে ১০০ কোটির কোঠা ছুঁইছুঁই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকা সরকারি খাতায় জমা পড়লেও প্রায় ১০০০ কোটি টাকা কালো পথে বাইরে বেরিয়ে যেত। গত ১৫

● এরপর ৬ পাতায়...

আমাদের আদমশুমারি, আমাদের উন্নয়ন
(২০২৭ সালের আদমশুমারির প্রথম পর্যায়)

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

CENSUS OF INDIA 2027

ভারত সরকারের উদ্যোগে আপনার রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গৃহ-তালিকাভুক্তকরণ ও গৃহ-গণনা কার্যক্রম শুরু হতে চলেছে। এর আগে ১৫ দিনের একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে আপনি নিজেই অনলাইনে আপনার তথ্য পূরণ করতে পারবেন।

আমি প্রগতি

আমি বিকাশ

স্ব-গণনা
সহজ ও নিরাপদ ডিজিটাল সুবিধা

কীভাবে স্ব-গণনা করবেন?

১ অফিসিয়াল পোর্টাল (se.census.gov.in)-এ যান
২ আপনার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ওটিপি-এর মাধ্যমে লগ-ইন করুন
৩ আপনার রাজ্য, জেলা এবং স্থানীয় এলাকার বিবরণ নির্বাচন করুন
৪ ডিজিটাল ম্যাপে আপনার বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত করুন
৫ বাড়ি ও পরিবার সম্পর্কিত তথ্য পূরণ করুন
৬ জমা দেওয়ার পর আপনি একটি এসই আইডি পাবেন
৭ এসই আইডি-টি নিরাপদে রাখুন
৮ গণনাকারী যখন আসবেন, তখন তাঁকে এসই আইডি প্রদান করুন
৯ গণনাকারী তথ্যটি নিশ্চিত করবেন

এর সুবিধাসমূহ
সময় সাশ্রয়ী
সঠিক তথ্য
দ্রুত ডেটা প্রক্রিয়াজাতকরণ

মনে রাখবেনঃ নিজে তথ্য নথিভুক্ত করা একটি বিশেষ সুবিধা
আপনি যদি নিজে তথ্য প্রদান করতে না পারেন, তবে চিন্তার কিছু নেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন গণনাকারী অবশ্যই আপনার বাড়িতে আসবেন।
আপনার সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় ও সুরক্ষিত থাকবে

পশ্চিমবঙ্গ
স্ব-গণনা
১ - ১৫ আগস্ট
গৃহ তালিকাভুক্তি
১৬ আগস্ট - ১৪ সেপ্টেম্বর

CBC 19108/13/0160/2627

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি এবং আদমশুমারিতে অংশগ্রহণ করি

টোল ফি - ১৮৫৫
CensusIndia2027

‘শুধু আমি নই’, জইশের স্ক্যানারে রাজ্যের আরও অনেকেই! মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ বর্ধমান থেকে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সন্দেহে হামিদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তিনি নন, জইশের স্ক্যানারে আরও অনেকেই রয়েছেন বলে জানান তিনি। তার মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাইও। যদিও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে তিনি এবিষয়ে বেশি কিছু বলতে চাননি। বৃহস্পতিবার বর্ধমানের রেনেসাঁ আবাসন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় হামিদ মণ্ডল নামে এক জইশ জঙ্গিকে। ধৃতের কাছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সফরসূচির খুঁটিনাটি বিবরণ ছিল। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীকে হামলার ষড়যন্ত্র করছিল ধৃত হামিদ। এর পিছনে জইশ যোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুভেন্দুর পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন ভিআইপি জইশের স্ক্যানারে ছিল বলে জানা যায়। আজ, শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীও সেই দিকেই ইঙ্গিত করেনন। তিনি বলেন, ‘‘শুধু আমি নই। আমাদের এমওএস উমেশ রাইও এই স্ক্যানারে ছিলেন। আগামিকাল সাংবাদিক বৈঠক করে এসটিএফ সব তথ্য জানাবে।’’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এটি ভীষণ স্পর্শকাতর বিষয়। আমি বেশি কিছু বলব না। এটা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। এসটিএফ সাংবাদিক বৈঠক করে সব জানাবে। এখনও অনেক কিছু জানা, বোঝা বাকি আছে এসটিএফের।’’ উল্লেখ্য, হামিদের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দ অধিকারীর সফরসূচির বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। শুভেন্দু কোথায় যাবেন, তাঁর গাড়ি কোথায় পার্ক করা হবে, তিনি কখন গাড়িতে উঠবেন, পরবর্তী কর্মসূচি কী আছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় কোথায় যাবেন এসব তথ্য ধৃতের কাছে ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা চালাতেই তাঁর সফরসূচির খুঁটিনাটি বিবরণ হামিদ জোগাড় করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও একাধিক ভিআইপি ব্যক্তির সফরসূচির বিবরণ ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধু তিনি নন, মন্ত্রী উমেশ রাইও জইশ জঙ্গি হামিদের স্ক্যানারে ছিলেন।

রোদ দেখে ধোঁকা খাবেন না, ভারী বৃষ্টি শুরু হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ নিম্নচাপের ফাঁড়া কেটেছে বাংলার উপর থেকে। তবে বৃষ্টি থেকে মুক্তি মিলছে না এখনই। উত্তরবঙ্গে আগামিকাল ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। রবি এবং সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া অফিস। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। তবে মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে গভীর নিম্নচাপটি তৈরি হয়েছিল, তা মধ্য প্রদেশের দিকে সরে যাবে। সরাসরি এর প্রভাব আর নেই বাংলাতে। অন্যদিকে মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে ছত্তীসগঢ়ের নিম্নচাপের উপর দিয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আজ দক্ষিণবঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হতে পারে কোথাও আবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে ছয় জেলাতে। পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। শনিবার থেকে সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে দুই জেলাতে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম ও

● এরপর ৬ পাতায়...

পুজোর আগেই কলকাতাকে 'নিট অ্যান্ড ক্লিন' করার উদ্যোগ সরকারের

কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ শারদোৎসবকে সামনে রেখে কলকাতাকে আরও পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং সুন্দর করে তুলতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভা। শহরের রাস্তা, ফুটপাত, নিকাশি ব্যবস্থা, পার্ক, গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর আগে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা এবং পুজোমণ্ডপের আশপাশে জঞ্জাল দ্রুত অপসারণ, নিকাশি নালা পরিষ্কার, রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা সরানো এবং নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ডে অতিরিক্ত সাফাইকর্মী এবং বিশেষ পরিচ্ছন্নতা দল মোতায়েনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু পরিচ্ছন্নতাই নয়, রাস্তার আলোকসজ্জা, ভাঙা ফুটপাত মেরামত, জল জমার প্রবণ এলাকাগুলির দ্রুত সংস্কার এবং মশা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযানও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পুজোর সময় যাতে শহরবাসী ও দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের কোনও অসুবিধার মুখে পড়তে না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

দিল্লিতে ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শুক্রবার।দিল্লির নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ' বিদ্যা বাহিনী' প্রকল্পের আওতায় সাইকেল বিতরণ করেছেন। শুক্রবার পূর্ব বিনোদ নগর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথম পর্যায়ে ৩,০০০-এরও বেশি সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্রী এই সাইকেল পাবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো স্কুলে যাতায়াত সহজ করা, উপস্থিতির হার বাড়ানো এবং ছাত্রীদের ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, এটি অত্যন্ত আনন্দের একটি মুহূর্ত আমরা সরকারের সেই উদ্যোগটি উদযাপন করছি যার মাধ্যমে দিল্লির সরকারি স্কুলে পাঠরত ছাত্রীদের নবম শ্রেণিতে ওঠার পর সাইকেল প্রদান করা হচ্ছে। এই শ্রেণিতে উত্তীর্ণ প্রতিটি ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কেবল তাদের শিক্ষা ও সুরক্ষাই নিশ্চিত করছি না, বরং 'বিদ্যা বাহিনী' প্রকল্পের আওতায় তাদের যাতায়াতও সহজ করে তুলছি।

এশিয়ান গেমসের জন্য ২০ সদস্যের ভারতীয় পুরুষ হকি দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ আসন্ন আইচি-নাগোয়ায় হতে চলা এশিয়ান গেমসের জন্য ২০ সদস্যের ভারতীয় পুরুষ দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় হকি ফেডারেশন। এই দলের অধিনায়কত্ব করবেন হরমনপ্রীত সিং।ভারতের 'এ' গ্রুপে আছে স্বাগতিক জাপান, কোরিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং ইন্দোনেশিয়া। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা ২০ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার ম্যাচ দিয়ে এশিয়ান গেমস অভিযান শুরু করবে। এরপর ভারতের ম্যাচ আছে- শ্রীলঙ্কা (২২ সেপ্টেম্বর), কোরিয়া (২৪ সেপ্টেম্বর), জাপান (২৬ সেপ্টেম্বর) এবং বাংলাদেশ (২৮ সেপ্টেম্বর)।ছয়টি করে দলের দুটি পুলে বিভক্ত বারোটি দল কাকামিগাহারার গিফু প্রিফেকচারাল গ্রিন স্টেডিয়ামে স্বর্ণপদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ হকি দলঃ গোলরক্ষকঃমোহিত এইচএস, সুরজ কারকেরাডিফেন্ডারঃ জারমানপ্রীত সিং, হরমানপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং, সঞ্জয়, সুমিত, যশদীপ সিওয়াচমিডফিল্ডারঃরাজিঃদর সিং, রাজ কুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, নীলাকান্ত শর্মা, বিবেক সাগর প্রসাদফরোয়ার্ডঃ দিলপ্রীত সিং, শিলানন্দ লাকড়া, সুখজি সিং, মনদীপ সিং, অভিষেক।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অসমে কেন্দ্রীয় দল, শেষ বন্যা পরিস্থিতির সরেজমিন পরিদর্শন, মুখ্যসচিবের সঙ্গে সম্পন্ন উচ্চস্তরীয় বৈঠক

গুয়াহাটি, ৩১ জুলাই ঃ উজান অসমের বন্যাকবলিত জেলাগুলির ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন শেষ করেছে ছয় সদস্যের ' সেন্ট্রাল টিম' (আন্তঃ মন্ত্রক কেন্দ্রীয় দল) সংক্ষেপে আইএমসিটি। দিশপুরে জনতা ভবন-এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. রবি কোটার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে প্রতিনিধিদল তাদের সফর শেষ করেছে।বৈঠকে রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব তথা অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এল সুইটি চাংসন সাম্প্রতিক বন্যার কারণ, ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা এবং নজিরবিহীন এই দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের সামনে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে বিস্তারিত অবহিত করেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্মসচিব এম রামচন্দ্রুডুর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ২৬ জুলাই চড়াইদেও, ২৭ জুলাই শিবসাগর এবং ২৮ জুলাই যোরহাট ও গোলাঘাট জেলা পরিদর্শন করে বন্যার প্রভাব সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছে। পর্যালোচনা বৈঠকে অসম সরকারের বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), ভারতীয় সেনাবাহিনী, নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে (উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সংক্ষেপে এনএফআর), ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড, দূরসংযোগ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট চার জেলার প্রশাসনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চড়াইদেও, শিবসাগর, যোরহাট ও গোলাঘাট জেলায় এবারের বন্যা অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিশেষ করে চড়াইদেও ও শিবসাগর ঐতিহাসিক ভাবে বন্যাপ্রবণ জেলা নয়। কিন্তু গত ১৯ জুলাই নাগাল্যান্ডে অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত, বিশেষ করে মোকোকচুং, ওখা এবং মন জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টির পাশাপাশি চড়াইদেও ও শিবসাগরে স্থানীয়ভাবে অতিবৃষ্টির ফলে নজিরবিহীন এই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।বৈঠকে আবাসন, জীবিকা ও বিভিন্ন পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির বিষয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা কর্মী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ব্যাপক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে।সরকারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিবসাগর ও চড়াইদেও জেলায় প্রতিবেশী জেলা থেকে চাল, ডাল, সরিষার তেল, লবণ ও মোমবাতি সহ পারিবারিক ত্রাণ কিট পাঠানো হচ্ছে।রাজ্য সরকার জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের কাজ এখনও চলছে। বন্যা মরশুম শেষ হওয়ার পর একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতির স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মানুষের জন্য আরও কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করতে এসডিআরএফ-এর আর্থিক সহায়তার মানদণ্ডে কিছু শিথিলতা আনার আবেদনও জানানো হয়েছে।প্রতিনিধিদল আশ্বাস দিয়েছে, সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে, যাতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।উল্লেখ্য, এম রামচন্দ্রুডু ছাড়াও প্রতিনিধিদলে কেন্দ্রীয় জল কমিশন, অর্থ মন্ত্রক, গ্রামোন্নন মন্ত্রক, সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার-এর প্রতিনিধিরা ছিলেন। বৈঠকে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের প্রাণিসম্পদ ও পশুচিকিৎসা, শিল্প এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা।

পয়লা আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩১ জুলাই ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার, পয়লা আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক সফরে যাবেন। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরম জেলার ভোগাপুরামে ১৭,৯০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। ভোগাপুরামে ' আল্লুরি সীতারাম রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ৫,৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অত্যাধুনিক এই 'গ্রিন ফিল্ড বিমানবন্দরটি বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী।কর্ণাটকের মাইসুরুর শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে ' স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল ইয়ুথ সেন্টার' বা 'বিবকে স্মারক'-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৮৯২ সালের নভেম্বরে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মাইসুরু সফরের স্মৃতি বহন করছে এই ' বিবেক স্মারক'। মূল্যবোধ-ভিত্তিক শিক্ষা, নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে ' বিবেক স্মারক'।

ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে ধর্না বিরোধীদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩১ জুলাই ঃ গত ২০ জুলাই ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এবার সংসদ চত্বরে ধর্না দিলেন কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। শুক্রবার সকালে সংসদ ভবন চত্বরে মকর দ্বারে বিরোধী দলের সাংসদরা ধর্না প্রদর্শন করেন। ওই দিন আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে 'পুলিশি পদক্ষেপ'-এর প্রতিবাদ জানান তাঁরা, পাশাপাশি পুলিশি পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেছেন বিরোধীরা।কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেসের সাগরিকা ঘোষ, জেএমএম-র মহুয়া মাঝি-সহ অন্যান্য সাংসদরা ধর্না দেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইস্তফার দাবি জানান। কংগ্রেস সাংসদ পবন খেরা বলেছেন, যাঁরা হিংসার শিকার হয়েছেন তাঁদের ন্যায়বিচার পাওয়া উচিত এবং যাঁরা হিংসা চালিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তবে আমরা একটি বিষয় জানতে চাই-প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে যেমন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দায়ী করে তাঁর পদত্যাগ দাবি করা হয়, ঠিক একইভাবে পেলেট গানের ঘটনার জন্যও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দায় স্বীকার করা উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও পদত্যাগ করা উচিত। এমনটা কেন হচ্ছে না?

কমনওয়েলথ গেমসের সমাপনী মঞ্চে শঙ্কর মহাদেবন, ২০৩০ আয়োজক হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ ২০৩০ সালে শতবর্ষী কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক হিসেবে আহমেদাবাদকে স্বাগত জানানোর আন্তর্জাতিক উদযাপনের অংশ হিসেবে, ২ আগস্ট গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের সমাপনী অনুষ্ঠানের হস্তান্তর পর্বে ভারতের এক প্রাণবন্ত সংস্কৃতি অনুষ্ঠান উদযাপিত হবে।সমাপনী অনুষ্ঠানে ভারতের কয়েকজন সেরা সঙ্গীত ও নৃত্য তারকা আইকনিক হাইড্রো মঞ্চে সেদিন পারফর্ম করবেন, যেখানে পরবর্তী আয়োজক হিসেবে ভারতের কাছে কমনওয়েলথ গেমসের পতাকা হস্তান্তর করা হবে।গত বৃহস্পতিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, 'হ্যান্ডওভার সেগমেন্ট'টি তিনটি পর্বে দর্শকদের জন্য পরিবেশিত হবে এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান।উদ্বোধনী পর্বে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ' মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়, যেখানে অভিনেত্রী ও মিস ওয়ার্ল্ড মানুষী চিল্লার এবং একদল নৃত্যশিল্পী একটি নাট্য পরিবেশনার মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয়কে জীবন্ত করে তোলেন।দ্বিতীয় অঙ্কে যুগলবন্দী নামে পরিচিত একটি শাস্ত্রীয় ভারতীয় দ্বৈতসংগীতে এক নতুন আঙ্গিক উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সেতারবাদক এবং স্কটল্যান্ডের সেরা বাঁশিবাদক - ঋষভ রিখিরাম শর্মা ও রস এইন্সলি - একত্রিত হয়ে গ্লাসগো ২০২৬-কে আমদাবাদ ২০৩০-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।সমাপনী পর্বটি হলো ভারতজুড়ে একটি যাত্রা, যেখানে শতবর্ষী গেমসের আয়োজক রাজ্য গুজরাটের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।শঙ্কর মহাদেবন এবং তাঁর পুত্র সিদ্ধার্থ ও শিবম মহাদেবনের সুর ও পরিবেশনায় দেশের কিছু সেরা গানের এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দর্শকদের নিয়ে যাওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে গুজরাটের নিজস্ব শিল্পী ভূমি ত্রিবেদীও অংশ নেবেন।কমনওয়েলথ গেমস হস্তান্তর অনুষ্ঠানের সময় যে সব ভারতীয় শিল্পীরা থাকবেনঃশঙ্কর মহাদেবন।ঋষভ রিখিরাম শর্মা।সিদ্ধার্থ মহাদেবন।শিবম মহাদেবন।মানুষী চিল্লার।রস আইনসলি।ভূমি ত্রিবেদী। শিয়ামাক দাভার।

বীরভূমে সিবিআই অভিযানঃগ্রেফতার মিনার মণ্ডল

মহম্মদবাজার, ৩১ জুলাই ঃ বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ ও সোনা উদ্ধার করল সিবিআই। অভিযান শেষে গ্রেফতার করা হয়েছে মিনার মণ্ডলকে। উদ্ধার হওয়া সম্পদের পরিমাণ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা নগদ এবং প্রায় ১৫ কেজি সোনা, যার মোট আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা।গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মহম্মদবাজারের দেউচা এলাকায় অবস্থিত মিনারের বাড়ি ও তসংলগ্ন অঞ্চল নিরাপত্তা বাহিনী

বিরোধীদের হট্টগোলে বিঘ্নিত সংসদের অধিবেশন, লোকসভায় পাস জন্ম-মৃত্যু সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩১ জুলাই ঃ বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলে শুক্রবারও বিঘ্নিত হল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। ২০ জুলাই সিজেপি-র ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা করে এদিন লোকসভা ও রাজ্যসভায় হইহট্টগোল করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। তুমুল হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন আগামী ৩ আগস্ট পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।এদিকে, লোকসভায় এদিনই পাস হয়েছে জন্ম-মৃত্যু সংশোধনী বিল। প্রথমবার মুলতবির পর দুপুর ১২টায় লোকসভার অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে, 'সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল ২০২৫', ' জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল ২০২৫' এবং 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার (সংশোধনী) বিল ২০২৫'-এর ওপর যৌথ কমিটির প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা বাড়িয়ে ২০২৬ সালের শীতকালীন অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিন পর্যন্ত করার প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়।এরপর প্রিসাইডিং অফিসার দিলীপ সাইকিয়া ' জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬' বিবেচনার ও পাসের জন্য উত্থাপন করেন। বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বিলটি পেশ করেন। কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই হট্টগোলের মধ্যে বিলটি কক্ষে পাস হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ইস্তফা দিলেন শাহজাদ পুনাওয়ালার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় মুখপাত্র শাহজাদ পুনাওয়ালা দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও তাঁর পদত্যাগ নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।শাহজাদ পুনাওয়ালা প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০১৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অন্য কোনও প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রকৃত সুযোগ ছিল না। এরপর তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সর্বভারতীয় মুখপাত্র হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সমসাময়িক ইস্যুতে দলের অবস্থান তুলে ধরতেন তিনি। টেলিভিশন বিতর্ক ও সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন শাহজাদ পুনাওয়ালা।পদত্যাগের পর তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলের বায়োও পরিবর্তন করেছেন। সেখানে বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র পরিচয় মুছে দিয়ে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'লাইফলং সাপোর্টার' (আজীবন সমর্থক) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নতুন বায়োতে তিনি লিখেছেন- 'ধর্ম- ইসলাম, সংস্কার- হিন্দু, আদর্শ-ভারতীয়, লেখক- 'জিএসটি কি যাত্রা' লাইফ লং ফলোয়ার অফ নরেন্দ্র মোদী' .

পাকিস্তানে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণ, মৃত্যু কমপক্ষে ৩২ জনের

ইসলামাবাদ, ৩১ জুলাই ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের বালুচিস্তানে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে অন্তত ৩২ জন খনিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও আরও ১০ জন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকারীরা তাঁদের কাছে পৌঁছানোর জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন। সরকারি খনি পরিদর্শক গনি বালোচ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বালুচিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটার উপকণ্ঠে বিস্ফোরণ হয়। সম্ভবত মিথেন গ্যাসের জন্য এই বিস্ফোরণটি হয়।বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা পর সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং পরবর্তীতে উদ্ধারকারী দল আরও ২৫ জনের মৃতদেহ খুঁজে পান। অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং উদ্ধারকারী দল খনির ভিতরে আটকে পড়া বাকি খনিশ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বালুচিস্তানের খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী শোয়েব নোশেরওয়ানি বলেছেন, উদ্ধারকারী দল অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করছে।

গুজরাটে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা

আহমেদাবাদ, ৩১ জুলাই ঃ গুজরাটে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে ১০টার মধ্যে রাজ্যের ৮৭টি জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে।টানা বৃষ্টিতে ভাসছে রাজ্যের একাধিক জেলা, আর এরই মাঝে নবসারিতে ঘটেছে এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। নবসারি জেলার গণদেবী তহসিলের গণদেবা গ্রামের কাছে শ্রমিকবাহী একটি টেম্পো ছিঁড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসে। মুহূর্তে পুরো টেম্পোতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে ঘটনাস্থলেই তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সুরাটে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের নাম-পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি পুলিশের তরফে। পরিস্থিতি খতিয়ে. দেখতে কেঃদ্রীয়. মন্ত্রী সি.আর. পাটিল দুর্ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।উল্লেখ্য, এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

শিক্ষার্থীদের স্বার্থই সর্বোপরি, সরকার তা বারবার স্পষ্ট করেছেঃদিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ শিক্ষার্থীদের স্বার্থই সর্বোপরি, সরকার তা বারবার স্পষ্ট করেছে, জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, সরকার আগেই ঘোষণা করেছে এবং আদালতও জানিয়েছে, ১৮ বছরের কম বয়সীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তবে কেউ যদি জেনেশুনে অপরাধ করে, তবে আইন নিজস্ব গতিতে চলবে। সরকার বারবার বলেছে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থই সর্বোপরি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, যারা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করেছে এবং পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, পঞ্জাবে, যেখানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করছেন, সেখানে তিনবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে-কিন্তু এ নিয়ে কেউ কোনও কথা বলছে না। যারা এ নিয়ে সবচেয়ে বেশি হইচই করেছিল, তারাই এখন আবেগঘন বক্তব্য দিচ্ছে। সবাইকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে। এখন পালা সেই সব শীর্ষ নেতার, যারা এসবের উসকানি দিয়েছিল-তাদেরও রেয়াত করা হবে না। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, যারা এই বিষয়টি নিয়ে সরব হচ্ছেন, তাদের আমলেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল। কংগ্রেসের শাসনকালে-কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই-কতবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তা একবার দেখুন। কেন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গে কতবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে? তখন কি কোনও তদন্ত বা বিক্ষোভ হয়েছিল? প্রয়োজনে আমরা তদন্ত করে সব কিছু প্রকাশ্যে আনব।

মাদক বিরোধী সচেতনতা সভা হয়ে গেল বহড়ুতে

নিজস্ব প্রতিনিধি,বহড়ু, ৩১ জুলাই ঃ জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগরথানার ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভা এলাকায় মাদক বিরোধী সচেতনতা মূলক কার্যক্রম চলছে।আর তারই অঙ্গ হিসাবে জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের উদ্যোগে মাদক বিরোধী সচেতনতা সভা হয়ে গেল বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ু কামদেবনগরের ৮৭ নং পার্টে।শুক্রবার জয়নগর থানার উদ্যোগে বহড় কামদেবনগর অবৈতনিক প্রাথমিক বি দ্যালয়ে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মাদক সেবনের ক্ষতিকর দিক এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার এএসআই বিশ্বজিৎ সরকার, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ইন্দ্রনাথ মণ্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও বহু গ্রামবাসী।এই সভায় মাদক,মদ জুয়া, ইভটিজিং সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।পাশাপাশি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য গ্রামবাসীদের অনুরোধ করা হয়। গ্রামবাসীদের তরফেও এলাকায় মাদক ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি জানানো হয়। এদিনের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে প।ার মতন।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি উদ্দীপনা, নতুন শক্তি এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে আসবে। আপনি নিজের দায়িত্বে সক্রিয় থাকবেন এবং লক্ষ্য পূরণে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ

বৃষঃ বিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। সংসারে শান্তি হবে

মিথুনঃ আজকের দিনটি সম্ভাবনা এবং ফলপ্রসূ আলোচনায় ভরপুর থাকবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এবং পরিষ্কারভাবে ভাবার ক্ষমতা অন্যদের প্রশংসা কুড়াবে।

কর্কটঃঅনাকাঙ্খিত চিন্তাগুলি আপনার মন দখল করে রাখতে পারে। নিজেকে শারীরিক কসরতে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করুন কারণ খালি মস্তিস্কই হল শয়তানের কর্মশালা। আর্থের ব্যয় হতে পারে।

সিংহ ঃ আজকের দিনটি আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর থাকবে। আপনি নিজের দক্ষতাকে আরও সৃজনশীল ও ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবেন।

কন্যাঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আজ আপনি উদ্বিগ্ন থাকতে পারেন। এই জন্য, আপনি আপনার বিশ্বস্ত বিশ্বাসী পরামর্শ করা উচিত।

তুলাঃআজকের দিনটি উন্নতি এবং নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিজের অন্তরের ভাবনা ও মানসিক চাহিদার প্রতি মনোযোগ দিন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে খোলামেলা কথোপকথন এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর মাধ্যমে নতুন বোঝাপড়া তৈরি হতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। প্রেম আসবে।

ধনুঃআজকের দিনটি আত্মবিশ্বাস ও কর্মপ্রচেষ্টাকে উসাহিত করবে। দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনায় থাকা কাজ ও ভাবনাগুলি এবার বাস্তবায়নের পথে এগোতে পারে।

মকরঃ বয়স্করা তাঁদের বা।তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে সব দিক দেখে নিন।

কুম্ভঃআজকের দিনটি ইতিবাচকতা এবং নতুন সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন ও সৃজনশীল ভাবনাগুলি প্রশংসা পেতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি কোনও উদ্ভাবনী কাজে যুক্ত থাকেন। বিবাহের যোগ হবে

মীনঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। আপনি রক্ষণশীল বিনিযোগে সঞ্চয়.রেখে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। হতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত থামবে না বৃষ্টি, ঝেঁপে বৃষ্টি না হলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ উত্তরবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি আপাতত থামবে না। তবে তীব্রতা কিছুটা কমবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগামী বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে আগামী সপ্তাহে আবারও বাড়তে পারে দুর্যোগ। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে আগামী বুধবার পর্যন্ত টানা ভারী বর্ষণ চলবে। দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই দিন জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে হতে পারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি। কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে সেখানে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮৮শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

সোনালী অক্ষরে লেখা এক ঐতিহ্য

জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করকে সশ্রদ্ধ বিদায় সংবর্ধনা জানাল পূর্ব রেলওয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ তারিখে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর অবসরগ্রহণ করায়, ট্র্যাকগুলি লক্ষ লক্ষ যাত্রী এবং ১ লক্ষেরও বেশি কর্মচারীর কৃতজ্ঞতা বহন করছে। ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে দায়িত্ব গ্রহণ করে, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত তাঁর কার্যকাল গভীর সহানুভূতি, উদ্ভাবন, আপসহীন নিরাপত্তা এবং কর্মদক্ষতার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। প্রতিটি যাত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর সমগ্র নেটওয়ার্কের ট্র্যাক এবং সিগন্যাল সুরক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। পূর্ব রেলওয়ে ১,০৪৯ টিকেএম গ্রু রেল রিনিউয়াল (TRR), ৬৯৫ টিকেএম গ্রু স্লিপার রিনিউয়াল (TSR), ১,৪০০ টার্নআউট রিনিউয়াল এবং ৮৯৪ টিকেএম ডিপ ট্র্যাক স্ক্রিনিং সম্পন্ন করেছে। ১৪,২২০ কিলোমিটার ট্র্যাক টেম্পিং, ৭,২৩৬টি PC সেট এবং ৪০,৩৯৭ কিলোমিটার আল্ট্রাসনিক ফ্লড ডিটেকশন সম্পন্ন করার মাধ্যমে ট্রেনের চলাচলের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ওভারহেড ইকুইপমেন্ট-এর ক্ষেত্রে ৪৭ টিকেএম অনিয়ন্ত্রিত থেকে নিয়ন্ত্রিত কাজের আওতায় আনা হয়েছে এবং ৫৫৭টি টাইট ইমপ্লান্টেড মাস্ট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১০টি মেকানিক্যাল লিভার ফ্রেম প্রতিস্থাপন, ১৭০টি স্লাইডিং বুম ইনস্টল, ১৮৮টি রিলে রুম ফায়ার অ্যালার্ম এবং সমস্ত নন-ইন্টারলকড গেটে ভয়েস রেকর্ডিং টেলিফোন স্থাপন করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মধ্যে রয়েছে ২৮৭টি TOH, ১২৬টি IOH, ৬৯টি POH, কবচ সিস্টেমে সজ্জিত ৩৯৬টি লোকোমোটিভ এবং ২৪২টি নতুন লোকোমোটিভ চালু করা। ৫,৩৪৫টি কোচ, ১৯,৬৭৮টি ওয়াগন এবং ৪,২০৪টি EMUMEMUDEMU কোচের POH সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, হাওড়া-প্রধানখাটা সেকশনে ২৬০ রুট কিলোমিটার কবচ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, ৪১৬টি ফগ সেফ ডিভাইস ইনস্টল করা হয়েছে, ৯৮টি হট এক্সেল বক্স ডিটেক্টর স্থাপন করা হয়েছে, ৮৮টি ম্যান্ড লেভেল ক্রসিং দূর করা হয়েছে এবং ম্যানুয়াল লোকো পাইলট সাইন-অনঅফ ০ এ নামিয়ে আনা হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ে ২০২৪-২৫ সালের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের সেফটি শিল্ড অর্জন করেছে।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেল এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ ভারতে প্রথমবারের মতো ট্রেনে করে জীবিত দাতার হৃদপিণ্ড সফলভাবে পরিবহনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেল এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। জীবন রক্ষাকারী এই অঙ্গটি সুরাট থেকে আহমেদাবাদে 'মুম্বই সেন্ট্রাল-গান্ধীনগর ক্যাপিটাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস' (ট্রেন নং ২০৯০১)-এ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে আহমেদাবাদের 'ইউ.এন. মেহতা ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এ প্রতিস্থাপনের জন্য এটি নিরাপদে ও যথাসময়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের গতি, সময়ানুবর্তিতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছে এবং একই সাথে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও জরুরি চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরিবহনে ভারতীয় রেলের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরেছে।অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি অত্যন্ত সময়-সংবেদনশীল হওয়ায়, এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় রেল, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), গুজরাট রাজ্য পুলিশ এবং মেডিকেল টিমের মধ্যে নিখুঁত পরিকল্পনা ও নিবিড় সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। দাতার হৃদপিণ্ডটি যাতে প্রতিস্থাপনকারী হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যে সময়ের মধ্যে অঙ্গটি প্রতিস্থাপনের জন্য কার্যকর থাকে) পৌঁছাতে পারে, তা নিশ্চিত করতে পরিবহনের প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সমন্বয় করা হয়েছিল। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং গুজরাট রাজ্য পুলিশ আহমেদাবাদ রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে 'ইউ.এন. মেহতা ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার' পর্যন্ত একটি বিশেষ 'গ্রিন করিডোর' তৈরি করেছিল। এর ফলে দাতার হৃদপিণ্ডটি কোনো বাধা ছাড়াই দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছাতে পেরেছে। এবং কোনো বিলম্ব ছাড়াই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়েছে। এই উপলক্ষে আহমেদাবাদের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী বেদ প্রকাশ বলেন, এটি ভারতীয় রেলওয়ের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সন্তুষ্টির একটি মুহূর্ত। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাধ্যমে সুরাট থেকে আহমেদাবাদে একজন জীবিত দাতার হৃদপিণ্ড সফলভাবে পরিবহন করার ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, সাধারণ যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের বাইরেও সমাজের সেবায় আমরা কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, চাপা পড়ে মৃত্যু বাবা ও মেয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা,হুগলি, ৩১ জুলাই ঃ শ্রাবণের টানা বৃষ্টিতে মাটির বাড়ি ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল হুগলির মগরা এলাকায়। গভীর রাতে বাড়ির মাটির দেওয়াল ধসে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন এক সবজি বিক্রেতা এবং তাঁর ১২ বছরের কন্যা। মৃতদের নাম গৌর মালিক (৫৭) এবং মাম মালিক। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি আবাস যোজনার অর্থ সম্পূর্ণ না পাওয়ার অভিযোগ ঘিরেও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত মগরা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গজঘণ্টা মালিকপাড়ায় বহু বছর ধরে একটি মাটির বাড়িতে বসবাস করতেন গৌর মালিক। পেশায় তিনি সবজি বিক্রেতা ছিলেন। কয়েক বছর আগেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে প্রতিবন্ধী ১২ বছরের মেয়ে মাম মালিককে নিয়েই সংসার চালাতেন তিনি। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় সরকারি আবাস যোজনার মাধ্যমে একটি পাকা বাড়ি তৈরির আশায় আবেদন করেছিলেন। অভিযোগ, দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাঁর নাম আবাস যোজনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রথম কিস্তির অর্থও তিনি পান। কিন্তু এরপর আর কোনও কিস্তির টাকা মেলেনি। ফলে পাকা বাড়ির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং বাধ্য হয়েই বাবা-মেয়েকে পুরনো মাটির বাড়িতেই বসবাস

করতে হচ্ছিল। এলাকাবাসীর দাবি, গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণে বাড়িটির ভিত এবং দেওয়াল অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতেও প্রবল বৃষ্টি হয়। সেই সময় বাড়ির ভিতরেই ঘুমিয়ে ছিলেন গৌর মালিক ও তাঁর মেয়ে। গভীর রাতে আচমকাই মাটির দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে তাঁদের উপর পড়ে। বিকট শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। একই সঙ্গে খবর দেওয়া হয় মগরা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। শুক্রবার ভোরে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বাবা ও মেয়ের দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, আবাস যোজনার সম্পূর্ণ অর্থ সময়মতো পেলে গৌর মালিকের পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে যেত এবং হয়তো এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত। আবাস যোজনার অর্থ বণ্টন নিয়ে অতীতে অনিয়ম ও দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছিল, এই ঘটনার পর সেই প্রসঙ্গও নতুন করে সামনে এসেছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার ও এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাসও দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

সারোগেসি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় কলকাতা হাই কোর্টের, সাত দিনের মধ্যে আবেদন পুনর্বিবেচনার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট করে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, সারোগেসিতে ইচ্ছুক দম্পতির বয়স, শারীরিক সক্ষমতা বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় বিচার করা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নয়। সেই বিষয়গুলি যাচাই করার জন্য আইন অনুযায়ী পৃথক কর্তৃপক্ষ এবং মেডিক্যাল বোর্ড রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা কেবল সারোগেসি-পরবর্তী আইনি বিষয়গুলি নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক দম্পতির আবেদন খারিজ করার নির্দেশ বাতিল করে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নতুন করে আবেদন বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, সাত দিনের মধ্যে আইন অনুযায়ী পুনরায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মামলার আবেদনকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্টা সৌমেন সেন ও তাঁর স্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সমস্যার কারণে স্বাভাবিকভাবে সন্তানধারণ সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রথমে জেলা মেডিক্যাল বোর্ডের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র সংগ্রহ করেন। এরপর সারোগেসির আইনি অনুমতি পাওয়ার জন্য আলিপুর আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারকের কাছে আবেদন জানান। তবে আবেদন জমা দেওয়ার পর দম্পতি প্রত্যাশিত অনুমতি পাননি। অভিযোগ, মেডিক্যাল বোর্ডের দেওয়া শংসাপত্র এবং সারোগেট মায়ের বিভিন্ন নথি খতিয়ে দেখে তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেন ম্যাজিস্ট্রেট। নির্দেশে বলা হয়, জমা দেওয়া কয়েকটি শংসাপত্রের বৈধতার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি সারোগেট মায়ের মানসিক সুস্থতা সংক্রান্ত শংসাপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতির কথাও উল্লেখ করা হয়। শুধু তাই নয়, আবেদনকারী বাবার বয়স নিয়েও আপত্তি তোলা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের পর্যবেক্ষণ ছিল, আবেদনকারীর বয়স ৫৫ বছর অতিক্রম করায় তিনি সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার উপযুক্ত নন। এই সমস্ত কারণ দেখিয়েই আবেদন বাতিল করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন দম্পতি। বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। মামলার শুনানিতে আদালত সারোগেসি (রেগুলেশন) আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়। বিচারপতি স্পষ্ট করেন, কোনও দম্পতির বয়স, স্বাস্থ্য বা সন্তান ধারণের সক্ষমতা যাচাই করা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ নয়। সেই মূল্যায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল বোর্ড এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের। ম্যাজিস্ট্রেট কেবল আইনি দিকগুলি পরীক্ষা করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে সারোগেট মা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সারোগেসিতে সম্মতি দিয়েছেন, তাঁর উপর কোনও রকম চাপ বা প্রতারণা হয়নি এবং ভবিষ্যতে তিনি ওই সন্তানের উপর অভিভাবকত্ব দাবি করবেন না। এছাড়াও সন্তানের জন্মের পর আইনি দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হয়েছে কি না, সেটিই ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচ্য বিষয়।

জঙ্গি হামিদই মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের প্ল্যান কষছিল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের ছক! বাংলার বুক থেকেই গ্রেফতার জইশ জঙ্গি। হামিদ মন্ডল নামে এক কাশ্মীরী জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গল এসটিএফ ও বর্ধমান পুলিশ। হামিল সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর সদস্য এই হামিদ। এই জঙ্গিগোষ্ঠী মূলত পাকিস্তানের সংগঠন। এরা টাকার বিনিময়ে খুন, তোলাবাজি ও সন্ত্রাসবাদী কাজ করে। এই সংগঠন বিগত কয়েক বছর ধরে কাশ্মীরে মাথাচাড়া দিয়েছে। এবার বাংলাতেও সেই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যের খোঁজ মিলল। ধৃত হামিদকে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল? সূত্রের খবর, পূর্ব ভারতে ক্রমশ জাল বিস্তার করছে সাজ্জাদ ভাট্টি গোষ্ঠী। হামিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পূর্ব ভারতে এই জাল বিস্তারের। মগজ ধোলাই করত সে। পাশাপাশি সংগঠনের কাজ বিস্তারের জন্য কেউ এলে, তাকে সবরকমভাবে সাহায্য করা। অতি সাধারণ দেখতে হামিদ। তবে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধূর্ততায় স্তম্ভিত গোয়েন্দারাও। জানা গিয়েছে, হাওড়ার পিলখানার বাসিন্দা হামিদ। তাঁর বাবা গেঞ্জির কারখানায় কাজ করত। সে-ও তাঁর বাবার সঙ্গেই ওই কারখানায় কাজ করত। বিগত দুই থেকে তিন মাস ধরেই হামিদ বর্ধমানে থাকছিল, ঠিক যেই সময়ে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। বর্ধমানে বসেই কি তবে মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলার ছক কষছিল? গোয়েন্দারা এই তথ্যই খতিয়ে দেখছে। বর্ধমানের যে রেনেসাঁ হাউসিং থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই হাউসিং সোশ্যাইটি বর্ধমানের হাইওয়ের উপরই অবস্থিত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নানা কর্মসূচিতে গোটা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন। তবে কি নিজের বাড়ির আড়াল থেকেই হামলার ছক ছিল? এদিকে, এক সপ্তাহের মধ্যে দুই রাজ্য থেকে সাজ্জাদ ভাট্টি গোষ্ঠীর জঙ্গিরা জালে ধরা পড়েছে।

এর আগে অসম পুলিশ পাকিস্তানের শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত একটি সন্ত্রাসী মডিউলের সন্ধান পায়। গত শনিবার (২৫ জুলাই) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই রাজ্য থেকে তিন সন্দেহভাজন সদস্যকে

গ্রেফতার করা হয়। গত শুক্রবার ধুবড়ি, চিরাং ও বরপেটা জেলার স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) অভিযান চালায়। অভিযানে ৫টি মোবাইল ফোন, ৭টি সিম কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক, ডেবিট কার্ড এবং সন্দেহজনক নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়। জানা গিয়েছে, এই নেটওয়ার্কটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সদস্য সংগ্রহ, অনলাইনে উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধকরণ, রেইকি, লজিস্টিক সহায়তা, গুপ্তচরবৃত্তি, অবৈধভাবে অস্ত্র সংগ্রহ, স্লিপার সেল গঠন এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার মতো কাজে জড়িত ছিল। আরও জানা গিয়েছে, এই নেটওয়ার্কটি পাকিস্তানের হ্যান্ডলার এবং এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে, আইএসআই-সহযোগিতায় কাজ চালাত। ২০২৬ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি এবং ২৪ মে পঞ্জাব পুলিশের কর্মীদের ওপর দুটি 'টার্গেটেড কিলিং' বা সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছিল টিটিএইচ। নলবাড়ি জেলায় একটি তদন্তের সময় অসমে এই নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ প্রথম নজরে আসে, যার জেরে ২২ মে এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

বণ্যপ্রাণী শিকার ও পাচার রুখে পুরস্কৃত বন কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ এবার বণ্যপ্রাণী শিকার ও পাচাররুখে পুরস্কৃত সুন্দরবনের ফরেস্ট গার্ড। বন্যপ্রাণী শিকার ও পাচার রুখতে দীর্ঘদিন ধরেই নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন বন দফতরের কর্মী ও আধিকারিকরা।সেই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এবার জাতীয় স্তরে সম্মানিত হলেন সুন্দরবনের এক ফরেস্ট গার্ড রাজীব নস্কর। দিল্লিতে ওই বনকর্মী রাজীব নস্করকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও পোচিং প্রতিরোধ বিভাগে সারা দেশের মধ্যে একমাত্র তিনিই এ বছর এই সম্মান অর্জন করেছেন।প্রা? ২৪ বছরের কর্মজীবনে তার কাছে এটা বড় প্রাপ্তি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/009/26-27
Name of work : **Maintenance of drainage system by cleaning of catch pit at Purbadiganta in Ward-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 1,50,287.19**. Earnest Money : **Rs. 3,100.00**. Period of Completion : **115 Days**. Last date and time of submission of bid : **11.08.2026 - 1 p.m.** Date and time of opening of bid : **13.08.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.07.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C) / Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/VII/64/41/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of road by providing hot mix at Bright Str., Karaya Road, Tiljala Road, Beck Bagan Row and surroundings in Ward-64.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,710.24**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **180 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/5/26-27/R
Name of work : **Repairing of road divider and footpath at 27, Matheswartala Road near Milon Mela and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,106.62**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEC/VII/59/9/26-27/R
Name of work : **Repairing of footpath and other ancillary civil work at P C Connnector (from Topsia More to 4 No. Bridge) and etc in Ward-59.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,98,179.45**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/6/26-27/D
Name of work : **Repairing of passage at 142, 158 Swinhoe Lane and its surrounding in Ward-67.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,85,181.60**. Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/4/26-27/R
Name of work : **Maintenance of drainage system at Kustia Rd., P.G. 1st and 2nd Lane, Chowbagha Rd. G.J. Khan Rd and surrounding in Ward-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,93,755.00**. Earnest Money : **Rs. 5,900.00**. Period of Completion : **90 Days**. Last date and time of submission of bid : **12.08.2026** up to **10.30 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). Tender will be opened on : **14.08.2026** at **10.30 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **31.07.2026** at **(5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://wbtenders.gov/in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (C), Borough V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/04/2026-2027/D
Name of work : **Repairing & restoration of footpath at B.B. Ganguly St., Tara Chand Dutta St. and Rabindra Sarani, etc in Ward No.-44.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,597.38**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/07/2026-2027
Name of work : **Restoration of footpath at 84, M G Road and other adjacent areas in Ward No.-040, under Borough-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,85,475.33**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/06/2026-2027
Name of work : **Restoration of passage & footpath at Naren Sen Square and other adjacent areas in Ward No.-040, under Borough-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,75,349.27**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/04/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Repairing of uttaran areas sewers at Natabar Dutta Row, Dixon Lane and ancillary work etc. in Ward No.-50.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,627.86**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/04/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Repairing of uttaran sewer at 12/4, 12/4/H/18, 10 Patwar Bagan Lane and adjacent uttaran areas in Ward-37, Borough-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,357.76**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **12.08.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). Date and time of opening of tender : **14.08.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **03.08.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

295/26-27

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড
CIN:L99999WB1982PLC035576
রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেইলঃ investors@shreetulsionline.com, ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড'-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ সালের ২৪ আগস্ট, সোমবার বিকেল ৩.৩০-এ (আইএসটি) শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কোম্পানিটি ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২৪.০৭.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিগুলোর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এমসিএ (MCA) এবং সেবি (SEBI)-র নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
২. এছাড়া, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত চিঠিটি ২৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখে পাঠানো হচ্ছে।
৩. কোম্পানির ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন-যার মধ্যে ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-তা কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.shreetulsion-line.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট-যেমন ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.cse-india.com) ও মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.msei.in)-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছা।া, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এও এর একটি অনুলিপি পাওয়া যাচ্ছে।
৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর ধারা ১০৮-এর সাথে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সময়ে সময়ে সংশোধিত)-এর পঠন এবং এমসিএ (MCA)-এর ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৩২০২৫ এবং সেবি (SEBI) (এলওডিআর/LODR) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে সেবি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 (তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪)-এর পঠন-এসবের আলোকে কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম (AGM)-এ আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর এজিএম-এর আগে এবং চলাকালীন সময়ে 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান)-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসএল (CDSL)-কে নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি নিম্নলিখিত সময়ে উপলব্ধ থাকবে ঃ

দূরবর্তী ই-ভোটদানের সূচনা	২০২৬ সালের ২০শে আগস্ট, বৃহস্পতিবার (সকাল ৯.০০টা) থেকে
দূরবর্তী ই-ভোটদান ব্যবস্থার সমাপ্তি	রবিবার পর্যন্ত, ২৩ তারিখ, আগস্ট,২০২৬ (০৫.০০ পিএম)

এরপর CDSL কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যগণ উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে আর ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন না
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) তারিখে-যা 'কাট-অফ তারিখ' (Cut-Off Date) হিসেবে গণ্য-কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের শেয়ারের অনুপাত অনুযায়ী। সভার চলাকালীন সময়েও রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার সুবিধা চালু থাকবে সভায় উপস্থিত যেসকল সদস্য ইতিপূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা সভার সময় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে যদি উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভোট গণনার সময় শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটই গণ্য করা হবে।
গ. শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই এজিএম (AGM)-এর আগে বা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের যোগ্য হবেন, যাঁর নাম 'কাট-অফ তারিখ'-এ সদস্যদের রেজিস্টারে (Register of Members) লিপিবদ্ধ রয়েছে
ঘ. কোনো ব্যক্তি যদি সভার বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং 'কাট-অফ তারিখ'-এ শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি helpdesk.evotingcdslindia.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা CDSL-এর প্রদত্ত ০২২-২৩০৫৮৭৩৮, ২২-২৩০৫৮৫৪২-৪৩ নম্বর কিংবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০২১০৯৯১১-এ যোগাযোগ করে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' (help) বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। 'কাট-অফ তারিখ'-এ সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এজিএম-এর এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে গণ্য করা উচিত
৫. এতদ্দ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইনের ৯১ ধারা ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (LODR) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র (Share Transfer Books) ১৮ আগস্ট, ২০২৬ (মঙ্গলবার) থেকে ২৪ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড-এর পক্ষে
বিনোদ কুমার বোথরা
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও)
DIN: 00780848

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১০৭২০২৬

'বিশ সাল বাদ' স্মৃতির শহরে ফিরলেন তসলিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ ''আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।''- শুক্রবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই একটি মাত্র বাক্য লিখে দীর্ঘ দু'দশকের প্রবাস ও নির্বাসনভঙ্গের বার্তা দিলেন 'বিতর্কিত' সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। প্রায় ২০ বছর পর ফের নিজের অতীব প্রিয় 'স্মৃতির শহর' কলকাতায় পা রাখলেন তিনি। পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি, চোখে রোদ চশমা। ফিরলেন সেই সব চেনা মানুষের দীর্ঘ ছায়ার কাছে, যাঁদের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। ফিরলেন হেঁশেল থেকে ভেসে আসা চেনা মশলার সুবাসের টানে, যা একদা পরবাসেও তাঁকে স্বদেশের অনুভূতি দিত। আগামিকাল, ১ আগস্ট (শনিবার) কলকাতার রবীন্দ্র সদনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন লেখিকা। তাঁর এই 'ঘরে ফেরা'র আবহেই প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি পাচ্ছে তাঁকে কেন্দ্র করে নির্মিত চলচ্চিত্র 'নির্বাসিত'। সাহিত্যিকের এই প্রত্যাবর্তনে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ছবির পরিচালক চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। হিন্দি চলচ্চিত্রের সেই বিখ্যাত সংলাপের মতোই

বলা চলে, 'বিশ সাল বাদ'! আক্ষরিক অর্থেই প্রায় ২০ বছর পর আবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখলেন তসলিমা। ২০০৭ সালে তসলিমার আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'দ্বিখণ্ডিত'র প্রকাশকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল তিলোত্তমা। শহরের একাধিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এতটাই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছিল যে, রাজপথে নামাতে হয়েছিল সেনাবাহিনী। তৎকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাম সরকার অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সামাল দিতে তসলিমার বইটিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং লেখিকাকে রাতারাতি কলকাতা ছাড়ার নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও, তসলিমার ক্ষেত্রে এই 'অলিখিত নিষেধাজ্ঞা' বহাল রেখেছিল তৎকালীন শাসকদল। অবশেষে দীর্ঘ সময় পার করে রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনের পটপরিবর্তনের আলোয় ফের কলকাতায় ফিরছেন তিনি। তসলিমা নাসরিনের সাহিত্য ও চিন্তাভাবনা বরাবরই ছিল আপসহীন। ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীলতার কড়া সমালোচনা এবং নারী স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর সোচ্চার উপস্থিতি বারবারই ধর্মীয় মৌলবাদীদের ''চোখের বালি' করে তুলেছিল তাঁকে। তাঁর লেখাকে কেন্দ্র করে একাধিকবার কলকাতার রাজপথে আছড়ে পড়েছে প্রতিবাদের ক্ষোভ। আর সেই ক্ষোভের আগুন নেভানোর তাগিদে রাজ্য প্রশাসনকে বরাবরই চরম রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল।

কালীঘাট তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ ২১ জুলাই মামলায় কালীঘাট তৃণমূলকে সতর্ক করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের কড়া মন্তব্য, ভবিষ্যতে আদালতের নির্দেশ না মানলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ডেরেক ও'ব্রায়েনের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ২১ জুলাই নিয়ে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই কালীঘাট তৃণমূলকে সতর্ক করে দিলেন বলা হয়েছিল। বাস্তবে তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ। কলকাতা পুলিশের রিপোর্ট দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভবিষ্যতে আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনা আর মেনে নেওয়া হবে না। উল্লেখ্য, কালীঘাট তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সভাস্থল নির্বাচন নিয়ে জল গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। ওই মামলায় বিচারপতি

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। ২১ জুলাই সভার অনুমতি নিয়ে মামলা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন আদালতে। সেই মামলাতেই রাজ্যের তরফে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ আদালতের আজ পুলিশের তরফে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। ওই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, পর্যাপ্ত পুলিশ ছিল। সমর্থকদের সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার পরেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে সেই নির্দেশ মানা হয়নি। ফলে ক্যাথিড্রাল রোডের দুই পাশ ব্লক হয়ে যায়। অথচ একটি রাস্তা খোলা রাখার কথা সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিড়লা তারমণ্ডলের সামনে সভা করতে পারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তবে বেঁধে দেন শর্ত। সেই শর্তের মধ্যে ছিল, সর্বাধিক ২৫০০ হাজার কর্মী - সমর্থক নিয়ে পালন করতে হবে শহিদ দিবস। বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একদিকের রাস্তা আটকে সভা করতে হবে। বেলা ১২টা থেকে দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত কর্মসূচি করা যাবে। পুলিশের রিপোর্টে অভিযোগ, আড়াই হাজারের বেশি সমর্থক নিয়ে সভা করেছে কালীঘাট তৃণমূল। এমনকী রাস্তা নিয়ে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাও মেনে চলেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা।

বানিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা গাড়ির ক্ষেত্রে জরিমানা নেওয়া হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ বানিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা গাড়ি কলকাতা, হাওড়া,বিধাননগর পুর নিগম এলাকায় রাস্তার উপরে পার্কিং করে রাখলে রাজ্য সরকার আরও বেশি হারে জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আজ নবান্নে পার্কিং নিয়ে এই তিন পুর নিগম এলাকার পুলিশ কমিশনার ও নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে তিনি বলেন আগামী পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে পুলিশ এই জরিমানা সংগ্রহ করবে। রাস্তার একদিকে পার্কিং এর জন্যে শুধু কলকাতা পুরসভা এলাকায় পনেরো হাজার পার্কিং এর জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। গাড়ি দাঁড় করানোর জন্যে পার্কিং এর কোথায় ফাঁকা আছে তা সহজে দেখতে অ্যাপ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। দূর্নীতি রুখতে এখন থেকে শুধুমাত্র অনলাইনে পার্কিং ফি নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। বিগত সরকারের আমলে শুধুমাত্র কলকাতা পুরনিগম এলাকার চার হাজার পার্কিং থেকে কোন টাকা পাওয়া যেত না বলে মন্ত্রী জানান। পাশাপাশি পথচারীদের সুবিধায় রুবী হাসপাতালের সামনে একটি ফুট ওভারব্রিজ তৈরির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪১ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩

পাড়া-শ্যামাপ্রসাদ

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পাড়া শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে। ১৯৫৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহ কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে তাঁর কলকাতার বাসভবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাত্র ৫২ বছর বয়সে এমন আকস্মিক মৃত্যু, তার উপরে কাশ্মীরের জেলে আটকে রাখা, তৎকালীন বাংলার মানুষ মেনে নিতে পারেনি, একারণেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শেষযাত্রায় মানুষের ঢল নেমেছিল রাস্তায়। ১৯৫৩ সালে ভিআইপি রোডের অস্তিত্ব ছিল না, এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার প্রধান রাস্তা ছিলো যশোর রোড, এয়ারপোর্ট থেকে নাগেরবাজার, বাঙুর, লেকটাউন, কালিন্দি, পাতিপুকুর, দমদম দত্তবাগান, বেলগাছিয়া হয়ে শ্যামবাজার। লেকটাউনের ঠিক গা ঘেঁষে একটি ছোট্ট পাড়া তখন সবে বছর দশেকের পথ অতিক্রম করেছে। ১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠা এ পাড়ার বাসিন্দারা সে সময়ে অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কলকাতায় এসে তাদের বসবাস শুরু করেছে। জলে জঙ্গলে ভরা জনপদ, শিয়াল ডাকতো রাতে, পাশ দিয়ে যশোর রোড চিরে এগিয়ে চলেছে পুরোনো মার্টিন রেল, আশে পাশে অল্প কিছু জনপদ রয়েছে বটে, কিন্তু তাও যৎসামান্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেহ নিয়ে যে গাড়ি আসছিল। সে গাড়ি এসে দাঁড়াল এ পাড়ার সামনে, তারপর একটু এগিয়ে পুকুর পাড়ে। এ পাড়ার মানুষেরা আগে থেকেই জানতেন এখানে এসে থামবে তাঁর গাড়ি, তাই মালায়, ধূপে প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিলেন। গাড়ি এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সকল মানুষ বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর থেকে, ঘরই বা তখন কী আর, বেড়া কিম্বা টিনের দেওয়াল, টালির ছাদ। পাড়ার দুজন প্রাজ্ঞ মানুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহে মাল্যদান করলেন, প্রার্থনায় জড়ো হলেন সবাই। ঠিক সেদিন, অর্থাৎ যেদিন মরদেহ এসেছিল সেদিন রাতেই পাড়ায় একটি মিটিং করে ঠিক করা হয় এ পাড়ার নাম, এবং ক্লাবের নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে হবে। ১৯৫৩ সালের ২৩ শে জুন থেকে প্রায় দশ বছর নামহীন থাকা একটি পাড়ার পথচলা শুরু হল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম সঙ্গে নিয়ে। তারপর পেরিয়ে এসেছে আরও ৭৩ বছর। অনেকগুলো রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী। সব পাড়ার মতই এ পাড়ার রাজনৈতিক মানচিত্রও ওঠানামা করেছে, কিন্তু ওই একটি ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি আগলে রাখার ক্ষেত্রে এ পাড়ার একটি মানুষও পিছুপা হননি কখনও। প্রখ্যাত ভাস্কর মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এ পাড়ার বাসিন্দা, তাঁর হাতেই বহু বছর আগে গড়ে উঠেছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি, বয়সের ভারে মূর্তিটির ক্ষতি হলে তারপর আবার প্রায় বছর পঁচিশ আগে আর একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এ পাড়ার সামনে, যেটি সেদিন থেকে আজও যত্ন করে চলেছে শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি বিজড়িত পাড়ার ক্লাব এবং পাড়ার মানুষেরা। আজ না হয় চারিদিকে এত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে ছেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বহুবছর আগেই যখন বিজেপির জন্মদান হয়ে আসছে এই পাড়ার মূর্তিটিতেই, যেখানে অনেক বড় বড় নেতা এসেছেন, মালা দিয়েছেন। প্রতিবছর পালনীয় দিনগুলির সকালে প্রথম মালা দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র এ পাড়ার বাসিন্দাদেরই, অন্য কারোর নয়।

বন্দে মাতরম

ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্র হল 'বন্দে মাতরম'। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত মাতা'র ছবি সূচনা কাল থেকেই এসেছে। 'ভারতমাতা' (১৯০৫) ছবি অঙ্কিত করতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দান করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বাধীনতার পরে 'বন্দে মাতরম' রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হল। কিন্তু সেই গানটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের তাৎপর্য কি তা নিয়ে তা ত্রনিয়ে এখন আলোচনা শুরু হয়েছে। বন্দেমাতরমকে কেন্দ্র করে একন সারা ভারতে নতুন করে জাতীয় চেনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। গণজাগরণে সেখানে কোনও বিভেদ নীতি ছিল না। সেখানে সব ধর্মের ভারতীয়দের স্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে বঙ্কিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বলে এক দল গোষ্ঠা কথা বলতে শুরু করেছে। ফলে সেই শ্রেণির সম্প্রদায় এই গানকে বর্জন করতে থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' জাতীয় জাগরণের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল পরবর্তীকালে তা নিয়ে বিরোধ দেখা গেল। এবারে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এাবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল কলেদ্মেজ এবং অনুষ্ঠানের সূচনায় বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবশন করা বাধ্যতামূলক করে দিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন 'বন্দে মাতরম'। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী লড়াই করেছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত 'স্বরাজ হিন্দ' বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। সেই সময়ে রচিত হয়েছিল দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত। একটি হচ্ছে- 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।' আর একটি সঙ্গীত 'আমার সোনার আমি তোমার ভালোবাসি'।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

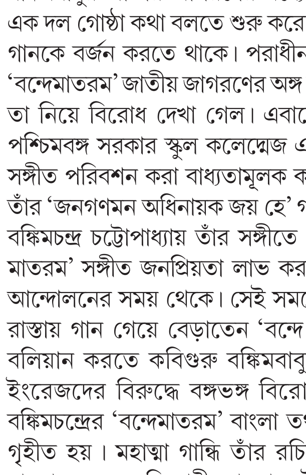

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে।

গান্ধিজির সঙ্গে ভারতের বিপ্লবীদের মতপার্থক্য

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ভারতের বিপ্লবীরা কোনও সময়ে গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। বিপ্লবীদের কাছে গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন ছিল ভিক্ষার আন্দোলন। কাপুরুষদের আন্দোলন। গান্ধিজি বিপ্লবীদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যে এক বছর সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করে দিলে দেশকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। কিন্তু এক বছর কেটে যাওয়ার পর বিপ্লবীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করে কী হল দেশের স্বাধীনতা। গান্ধিজি ওর কোনও উত্তর দিতে পারেননি।

তার ফলে ভারতের বিপ্লবীরা গান্ধির দেখানো পথকে পরিহার করে আবার সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার মানসিক গ্রহণ করে। বিপ্লবীরা গান্ধি এবং জিন্নাকে বর্জন করেছিল। নেতাজি সুভাষ বোস এবং রাসবিহারী বোস বুঝতে পেরেছিলেন জিন্না দেশকে ভাগ করে স্বাধীনতা চাইছে। জিন্নার চালকে রুখে দেওয়ার মতো ক্ষমতা গান্ধিজির নেই। ফলে সুভাষ বোস এবং বিপ্লবী রাসবিহারী বোস দেশকে ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ করতে চাননি বলেই জাপানে গড়ে তোলেন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' বাহিনী। পরে এই বাহিনী আজাদ হিন্দ বাহিনী নামে খ্যাতি লাভ করেছিল।)

দেশের শক্তিশালী বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গান্ধির নেতৃত্বে তখন কংগ্রেস অহিংসা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আন্দোলনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সমানের সারিতে ছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। অন্য দিকে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় গোপনে। তার ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যেত। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতো। কংগ্রেস এবং বিপ্লবীদের দুটি পথ ভিন্ন হলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই ধারা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতে জন জাগরণে এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গান্ধি-নেহরু এবং ভারতের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে থাকে তাহলে লালা হর দয়ালের গদর পার্টি এবং পরে ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপালবিকান আর্মি সহ আরও অগণিত সাহসী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগও একই রকম ভূমিকা পালন করেছিল। সবার লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব আগে বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল ত্রয়ী শক্তির কাছ থেকে- ইঁনারা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। আবার সেই সময়ে অনেক বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মধ্যে সক্রিয় ছিল। সেই সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব এত বেশি ছিল। ফলে গান্ধিজিকে বিপ্লবীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম স্মরণ করতে হয়েছিল। সেই মধ্যস্থতার বৈঠক হয়েছিল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া। চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে যুবশক্তিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ না করাতে পারলে বাংলায় অহিংসা বা সত্যাগ্রহ কিংবা অসহযোগ আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি বিপ্লবীদের আহ্বান করলেন যে 'তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখুন আর আমাদের সঙ্গে যোগ দিন'। ডক্টর যদুগোপাল মুখোপাধায় গান্ধিজির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। গান্ধির সঙ্গে কথা বার্তার শেষে গান্ধিজি বিপ্লবীদের কাছে আবেদন রাখেন যে তাঁরা যদি তাঁর পথকে নাও গ্রহণ করতে পারেন তাহলে বাংলা প্রদেশে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, যতক্ষণ না গান্ধি নিজের থেকে আন্দোলন থামিয়ে না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবীরা তাঁকে সাহায্য করে যাবেন। গান্ধিজি বাংলা সফর করে এসে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের অবজ্ঞা করে সেখানে কোনও আন্দোলন করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে তিনি বিপ্লবীদের কংগ্রেসের যোগদানের ব্যাপারটা নিরবে মেনে নিয়েছিলেন। প্রায় সব বিপ্লবী গোষ্ঠী কংগ্রেসে যোগ দেয়। সেই সঙ্গে বিপ্লবীরা গোপন সংঠনকেও শক্তিশালী করা কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে ব্রিটিশদের হাত থেকে কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে তা সহিংস না অহিংস তা নিয়ে বির্তক শুরু হয়। গান্ধিজি অবশ্য সহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনায়ক ছিলেন। ফলে তার মতামত বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তবে কংগ্রেসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন যাঁদের কাছে যুব সমাজ গুরুত্ব পেত। তারা জানতো যে কংগ্রেসের দলের মধ্যে যুব শক্তি বৃদ্ধি না হলে কংগ্রেসের আন্দোলন একেবারে ভেঙে পড়বে। দেশের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা রাখে যুব সম্প্রদায়। এদেরকে বাদ দিয়ে কোনও আন্দোলন সাফল্য লাভ হতে পারে না। এদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। কংগ্রেস মঞ্চে বিপ্লবীদের কাজকর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা হলেও দেখতে পাওয়া যেত বিভাজন রেখা এবং তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কংগ্রেস নেতৃত্বদের কথা বাদ দিলে কংগ্রেস কর্মীরা বিপ্লবীদের কাজকর্মের ওপরে সহানুভূতিশীল ছিল। গান্ধিজি এবং বিপ্লবীরা উভয় পক্ষই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। গান্ধির সংগ্রামের হাতিরায় ছিল অহিংস এবং সত্যাগ্রহ। অন্য দিকে বিপ্লবীদের মতে 'অহিংসা দর্শন হতাশা প্রসূত'। ১৯২০-২১ সলে গান্ধিজি তাঁর গণ আন্দোলন শুরু করার সময়ে তিনি বিপ্লবীদের কাছে এক বছরের জন্য তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার করার ব্যাপারে আবেদন করতে থাকেন। বিপ্লবরা তখন পুরো দমে প্রস্তুতি চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাকে প্রাপ্য সুযোগ দিতে বিপ্লবীরা তাদের লড়াই বন্ধ করে রাখে। কিন্তু আন্দোলনের লজ্জাজনক সমাপ্তি দেখে বিপ্লবীরা বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধিজিকে জানান, 'এখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই বিপ্লবীরা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। বস্তুত তারা এক বছরের জন্য নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন, তার বেশি নয়।' বিপ্লবীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধি তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে বিরূপ থেকে যান। তিনি একথাও বলেছিলেন যে ''বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব ও ভালোবাসা শুধু উদ্যোগের অপচয়ই নয়, অজ্ঞতা এবং বিপথে চালিত হওয়ার ফলে অন্য যেকোনও কার্যকলাপের তুলনায় এগুলি দেশের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে এবং করছে। কারণ বিপ্লবীরা দেশের প্রগতির গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে। সি. আর. দাশ গোপীনাথ সাহার সাহস এবং আত্মত্যাগে তিনি রুষ্ট হন। ১৯২৪ সালে জুন মাসে গান্ধিজির ইচ্ছায় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেখানে গোপীনাথের কাজকে ভুল পথে চালিত করে দেশপ্রেমের আখ্যা দেওয়া হয় এবং এসব রাজনৈতিক হত্যাকে কংগ্রেসের মতবাদ পরিপন্থী বলে স্পষ্ট করে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে গান্ধিজি বিপ্লবীদের সঙ্গে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। কংগ্রেসের বেলগাঁও সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে গান্ধিজি বলেছিলেন 'বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য 'ক্রোধ ও অশুভ ইচ্ছার অপ্রকৃতস্থ চাপ, যা শুভ ইচ্ছা ও নম্রতা প্রসূত অহিংস কার্যকলাপের চাপের তুলনায় অনেক কম কার্যকরী।' বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বিপ্লবী মতবাদের পক্ষ সমর্থন করে গান্ধিজিকে একটি খোলা চিঠি লিখেন। তিনি পরিস্কার করে বলে ছিলেন, গান্ধির দোষ হল 'তিনি স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে গোটা জাতিকে অহিংসার নীতি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করছেন।.. যে নীতি কিনা ভারতীয়দের পক্ষে ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়'। ভারতের স্বশাসন লক্ষ্যে গান্ধিজির ভাসাভাসা অবস্থানকে তীব্র আক্রমণ করেন শচীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন 'একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর অন্য জাতির সঙ্গে কোনও একটি সংঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে..।'

কথাসাহিত্যিক প্রেমচাঁদ হলেন হিন্দি সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্র

দেব কুমার বল

হিন্দি সাহিত্যের শরৎচন্দ্র হলেন মুন্সী প্রেমচাঁদ। ধনপত রাই শ্রীবাস্তব বললে হয়তো নাও চিনতে পারেন কিন্তু যদি বলি মুন্সী প্রেমচাঁদ, তাহলে অনেকেই চিনবেন। আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর সাহিত্য জীবনে বারোটা উপন্যাস, তিনশ ছোটোগল্প, অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। বিভিন্ন ভাষা থেকেও তাঁর অনূদিত সাহিত্যের সংখ্যাও কম নয়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে আছে গাবন, নির্মলা,কর্মভূমি, গোদান ইত্যাদি। পঞ্চপরমেশ্বর, মা, বলিদান, ঈদগাঁ, নমক কা দারোগা, কফন,লটারি, সতী তাঁর লেখা ছোটোগল্পের মধ্যে কয়েকটি। আসলে প্রেমচাঁদের সাহিত্যকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সাধারণ মানুষ। তাদের জীবন, সুখ দুঃখ, জটিলতাময় জীবনের নানা ওঠাপড়ার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। অস্পৃশ্যতা, নারীদের ওপর লাঞ্ছনাসহ তৎকালীন সমাজের নানা অন্ধকার দিকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে তাঁর কলম। এরজন্য সেসময় ও একালেও তাঁর লেখা পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। মুন্সী প্রেমচাঁদের অনেক লেখা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় মুন্সীর 'সতরঞ্চ কা খিলাড়ী' ও 'সদগতি' গল্পদুটি নিয়েত্ত ছবি করেন। মৃণাল সেনের তামিল ছবি কাওরি কথা মুন্সীর কফন গল্পাশ্রিত। মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম ১৮৮০ সালের ৩১শে জুলাই বারানসীতে। ভারতীয় সাহিত্য জগত তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ।

''আমি আমার প্রথম প্রেমচন্দের ছোটগল্প পড়ি চতুর্থ শ্রেণিতে, দশ বছর বয়সে, স্কুলের হিন্দি পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে। আমি পড়েছিলাম 'ঠাকুর কা কুয়াঁ' (ঠাকুরের কুয়ো)। আমার এখনও মনে আছে এর কেন্দ্রীয় চরিত্রদের কথা;গাঙ্গি নামের এক গ্রাম্য মহিলা এবং তাঁর অসুস্থ স্বামী জখু, যিনি বিশুদ্ধ জলের অভাবে পানের অযোগ্য জল পান করতে বাধ্য হন। আমার এটাও মনে আছে স্বামীর জন্য জল জোগাড় করতে গাঙ্গির ব্যর্থ চেষ্টার কথা। তারপর থেকে আমি এই গল্পটি বেশ কয়েকবার পড়েছি, কিন্তু সেই বয়সে আমি বুঝিনি যে এই গল্পটি গ্রামীণ ভারতের লিঙ্গ ও বর্ণ সম্পর্ককে জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। সেই বয়সে আমি এটিকে কেবল একটি জলের সমস্যা হিসেবেই ভেবেছিলাম, কিন্তু কোন কাঠামো গত কারণগুলো জলকে একটি সমস্যায় পরিণত করেছিল, তা ক্লাসে আলোচনা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না। পরবর্তী সমস্ত শ্রেণিতেই আমি মুন্সি প্রেমচন্দের লেখার সংস্পর্শে আসতে থাকি; 'ঈদগাহ', 'দো বেইলোঁ কি কথা', 'পঞ্চ পরমেশ্বর', 'বুধি কাকি' এবং আরও অনেক গল্প যা আমি নিজে থেকেই পড়তে শুরু করি। অনেক পরে, যখন আমি একটি বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্ব নিয়ে চর্চা শুরু করি, তখন আমি উপলব্ধি করি যে প্রেমচন্দের লেখা এই শাস্ত্রের জন্য অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। এই ৩১শে জুলাই হবে মুন্সি প্রেমচন্দের জন্মবার্ষিকী, এবং হিন্দি-উর্দু ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখককে একজন সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে আবিষ্কার করাটা কী যে আনন্দের হবে!

যেকোনো ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য একজন সমাজবিজ্ঞানীর জন্য অপরিহার্য, মন্তব্য করেছেন এম এন শ্রীনিবাস (২০০৯) তাঁর একটি প্রবন্ধে। তিনি মন্তব্য করেন, অখন একজন নৃবিজ্ঞানী সাহিত্যিক ঐতিহ্যসম্পন্ন কোনো সমাজ নিয়ে গবেষণা করেন, তখন তাঁকে সেই সমাজের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, কারণ তা সেখানকার অধিবাসীদের চিন্তা, আবেগ, মূল্য বোধ, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের একটি জানালা খুলে দেয়। শ্রীনিবাসের কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি, কারণ প্রেমচন্দের লেখা মানুষের জীবনের ঠিক এই দিকগুলো সম্পর্কেই অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং একারণে তা একজন সমাজবিজ্ঞানীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমি প্রধানত প্রেমচন্দের সেই সাহিত্যিক সংবেদনশীলতার উপর আলোক পাত করেছি, যা তাঁর লেখাকে একজন সমাজতাত্ত্বিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। দ্বিতীয়ত, আমি সংক্ষেপে তাঁর জীবনকেই একটি 'নৃগোষ্ঠীগত ক্ষেত্র' হিসেবে পর্যালোচনা করেছি, সেই ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়নের প্রেক্ষাপটে, যার মধ্যে একজন লেখক হিসেবে তাঁর সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটেছিল। আমি যা করার চেষ্টা করছি তাতে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু প্রেমচন্দের ব্যক্তিত্বকে সমাজতাত্ত্বিকভাবে দেখার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রেমচাঁদ একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে? সমাজবিজ্ঞানের যেকোনো প্রাথমিক কোর্সে এই শাস্ত্রের মূলনীতি গুলো শেখানো হয়;কোনো কিছুকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে না নেওয়া এবং সবকিছুকে প্রশ্ন করা;যা জ্ঞানদীপ্তি ও ফরাসি বিপ্লব থেকে এর জটিল কিন্তু গভীর যাত্রাপথে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অনুসন্ধিৎসু মনোভাব। একইভাবে, প্রেমচাঁদ তাঁর লেখায় সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেন যা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে রাখে।

'ফাইট কোনি ফাইট' আজও কানে বাজে সেই সুর

অনিকেত নস্কর

মতি নন্দীর উপন্যাস 'কোনি'। সেই উপন্যাস থেকে তৈরী হল সিনেমা। ক্ষিদ্দার চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সেই সিনেমায় এক জায়গা আছে যেখানে ক্ষিদ্দাকে জুপিটারের কোচ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ক্লাব ছাড়ার আগে খিদদা বললেন,আমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে জুপিটারে ট্রেনার হয়ে এসেছি। ক্লাবে কোনও মতলব নিয়ে আসি নি,আদর্শ নিয়ে এসেছি কেরিয়ার তৈরী করতে আসি নি, সুইমার তৈরী করতে এসেছি। হ্যাঁ, আমি ছাত্রছাত্রীদের ডিসিপিলিনড হতে বলেছি কারণ আমার বিশ্বাস শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে জীবনে বড় কিছু হওয়া সম্ভব না। আমিও ক্লাবকে ভালবেসেছি আমিও চাই জুপিটার ভারতের সেরা ক্লাব হোক। কিন্তু আজ এই ক্লাবে আদর্শের কোনও জায়গা নেই। সুইমার হতে গেলে খাটতে হবে, লক্ষ্য স্থির রেখে লড়াই করতে হবে। আর এই লড়াই তারাই করতে পারবে যারা নিজেরাই রোজ বাঁচার জন্যে লড়াই করছে। আমাকে এই ক্লাবের আর দরকার নেই, আমি নিজেই সরে গেলাম। ক্ষিদ্দার এই আদর্শটাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ।

১৯৭৪ সালে শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কোনি। সেই বছরই সাঁতারে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে নিয়েও একটি লেখা প্রকাশিত হয় সেই শারদ সংখ্যায়। সেই লেখা পড়েই সরোজ দে ঠিক করেন সিনেমা বানানোর।

তবে ক্ষিদ্দার চরিত্র করার কথা ছিল উত্তমকুমারের। উত্তমকুমার সরোজ দে'কে বলে রেখেছিলেন, 'কোনওদিন যদি কোনি বইটা নিয়ে ছবি হয়, তাহলে ক্ষিদ্দার চরিত্র আমি করব।' কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান উত্তমকুমার। এরপর সরোজ দে ঠিক করেন নাসিরুদ্দিন শাহ ওই চরিত্রটি করবেন। তিনি রাজি হলেও ডেট দেন ডিসেম্বরে,শীতকালে। যেহেতু সিনেমার অনেকটাই সাঁতারের উপর, শীতকালে ঠান্ডায় শুটিং করা মুশকিল। তাই পাওয়া গেল না নাসিরুদ্দিন শাহ'কে। তখন সরোজ

দে সৌমিত্রবাবুকে প্রস্তাব দেন ক্ষিদ্দার চরিত্র করার। উনি রাজি হন, সরোজ দে এরপর কোনি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মাস্টার্স করছেন।

শ্রীপর্ণা কোনি চরিত্রে অভিনয় করবেন এই কথা শুনে সৌমিত্রবাবু নিজে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গিয়ে ছিলেন তার বাড়ি। যদিও প্রথমে শ্রীপর্ণাকে পছন্দ হয়নি তাঁর। সরোজ দে'কে বলেছিলেন,কালুদা আর একটু দেখলে ভাল হয় না! কিন্তু শেষমেশ শ্রীপর্ণা'ই ওই চরিত্রে অভিনয় করে কোনি সিনেমায় এক মাত্র বড় তারকা ছিলেন সৌমিত্রবাবু কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সৌমিত্রদা হয়ে উঠেছিলেন সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। শ্যুটিং-এর পর গল্পের আসর বসত সৌমিত্রদা কালুদাকে বলেন, 'কোনির দলটাকে আমার বড় ভালো লাগে, কারণ ওদের মধ্যে এখনও পেশাদারিত্বটা আসেনি।' কোনির শুটিং হয়েছিল কলকাতার ইন্ডিয়ান লাইফ সুইমিং সোসাইটি, কলেজ স্কোয়ার,পদ্মপুকুর,স্পোর্টিং ইউনিয়নে বাকিটা হয় চেন্নাইতে ক্ষিদ্দা চরিত্রের জন্য নিজেকে নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সৌমিত্র শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সম্পর্কে বলেছিলেন,একবার শ্যুটিং করতে করতে আমরা বলি, ক্ষিদ্দার সঙ্গে আমাদের কোচ অনিলদার (অনিল দাশগুপ্ত) অনেক মিল রয়েছে। আমাদের সেই কথাটাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন সৌমিত্রদা। সেটা তখন বুঝলাম, যখন দেখলাম, পরেরদিনই ভোর সাড়ে ৫টায় উনি আমাদের সুইমিং ক্লাব আইএসএল-এ হাজির হয়ে গিয়েছেন। দিনের পর দিন উনি ক্লাবের একটা কোণায় বসে অনিলদাকে লক্ষ্য করেন। শ্যুটিং-এ দেখেছিলাম, সত্যিই আমাদের কোচের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অবিকল আয়ত্ত করে ফেলেছেন সৌমিত্রদা। এতটাই ডেডিকেশন ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের।

কোনির শেষ দৃশ্যে 'ফাইট কোনি ফাইট' বলার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন ক্ষিদ্দা গ্লিসারিনের প্রয়োজন পড়ত না। ওই সিনেমার পর আর অভিনয় করেননি শ্রীপর্ণাদেবী। কিন্তু সবসময় যোগাযোগ রাখতেন সৌমিত্রবাবু আজ হয়তো সৌমিত্রবাবু নেই কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর আদর্শ ; ফাইট কোনি ফাইট।

ভারত গ্লাসগোর ২০২৬ কমন ওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করছে। ১৯৩৪ সালের কমনওয়েলথ গেমসে অভিষেকের পর এটি কমনওয়েলথ গেমসে দেশটির ১৯ তম অংশগ্রহণ। ভারতীয় দলে দশটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১২২ জন ক্রীড়াবিদ রয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু এবং বক্সার লাভলিনা বরগোহাইন যথাক্রমে পতাকা বাহক এবং ব্যাটন বাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পটভূমি ঃ ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমস হল কমনওয়েলথ গেমসের ২২তম আসর এবং এটি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে ২৩ জুলাই থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত ১৯৩৪ সালের আসরে কমনওয়েলথ গেমসে অভিষেক করে এবং ২০২৬ সালের গেমসটি ছিল কমনওয়েলথ গেমসে দেশটির ১৯তম অংশগ্রহণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারোত্তোলক প্রাতিযোগীরা ঃ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গেমসের জন্য ১২৬ জন ক্রীড়াবিদ এবং ৫১ জন দলীয় কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত ১৯১ সদস্যের ভারতীয় দলকে অনুমোদন দিয়েছে। ১২ জুলাই ২০২৬, প্যারা সাঁতারু তেজস নন্দকুমারের পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল (৭ ইভেন্টে প্রবেশ একটি পুরানো আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিন্যাস পর্যালোচনার স্থিতির কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তিনজন ক্রীড়াবিদ প্রত্যাহার করার পর গেমস শুরুর আগে ভারতীয় দলের সদস্য সংখ্যা আরও কমে ১২২ জনে দাঁড়ায়। গেমসের যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ার সময় পাঁচটি ডোপিং-বিরোধী লঙ্ঘনের কারণে ভারতের ভারোত্তোলন কোটা হ্রাস পাওয়ায় ভারোত্তোলক দিলবাগ সিং (পুরুষদের ৯৪ কেজি) প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক খেলায় ভারত অংশ গ্রহণ করলেই কোনির কথা আসে।

ভারতের সব জাতির মিলন ক্ষেত্রভূমি 'মহাজাতি সদন'

রামকমল সেন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হতে শুরু করেছে তখনই সুভাষ চন্দ্রবোস অনুভব করলেন যে মহাজাতি সদন তৈরি করতে হবে। সেখানে ভারতর সব জাতিরা একত্র হয়ে সেখানে দেশের কথা বলবে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভাববে। ভারতের কোনও জাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি হবে না।

১৯৩৭ সালে মে মাসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও তাঁর বন্ধু আইনজীবী নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র এলগিন রোডের বাড়িতে বসে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে একটি সভা করেছিলেন। সেই সভায় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কলকাতায় নাগরিকদের জন্য সভাসমিতি করার একটি উপযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ নিমার্ণ করা উচিত। সেখানে সব জাতি থেকে শুরু করে সবার প্রবেশাধিকার থাকবে। ভারতীয় ঐতিহ্যকে সমানে রেখে ওই প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করা হবে। তারপরে সুভাষচন্দ্র বোস সেন্ট্রাল এভিনিউ ও হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলের কাছে ৩৮ কাঠার একটি জমি সন্ধান পান। এখানে একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করার তিনি চিন্তা করতে শুরু করেন। কলকাতা পুরসভা তখন এক টাকা লিজে জমিটি সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাগৃহটি নির্মাণ করার ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ করেন 'মহাজাতি সদন'। ১৯৩৯ সালে ১৯ আগস্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোস এবং বিধানচন্দ্র রায় এর উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনের দিন উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪১ সালে সুভাষ চন্দ্র দেশ ত্যাগ করার পর এই নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফেরার ঘোষণা করে জমি গ্রহণ বতিল করে। সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎচন্দ্র বোস এবং নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেন। আদালত রায় লিজ বাতিল বেআইনী ঘোষণা করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মহাজাতি সদন বিল পাশ করা হয়। তারপরে বিধান চন্দ্র রায় এই মহাজাতি সদনের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ১৯৫৮ সালের ১৯ আগস্ট তিনিই মহাজাতি সদনের দ্বারোদঘাটন করেন। ভারতের সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি এখানে রয়েছে। রয়েছে একটি গ্রন্থাগারও। এই গ্রন্থাগারের নাম দেওয়া হল 'মহাজাতি সদন বিধানচন্দ্র রায় গ্রন্থাগার'।

জেলা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে ডেঙ্গির উদ্বেগজনক দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩১ জুলাই ঃ এখানে ডেঙ্গির 'সেঞ্চুরি' হটস্পট এই স্থান! পরিস্থিতি হদিস মিলতে থাকায় রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি হাতের বাইরে

সামলাতে কড়া অ্যাকশনে রাজ্য ও জেলার বিশেষজ্ঞ টিম। বর্ষার মরসুম শুরু হতেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ডেঙ্গির উদ্বেগজনক দাপট। স্বাস্থ্য দফতরের উদ্বেগ বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০০-র গণ্ডি পার করে ফেলেছে। বিশেষ করে মাটিয়ালী ব্লকের বাতাবাড়ি ও তার সংলগ্ন এলাকায় লাগাতার ডেঙ্গির যাওয়ার আগেই এবার আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে ব্লক প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। জেলার বিভিন্ন স্কুলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে জোরদার সচেতনতামূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনের পাঠক্রমের পাশাপাশি বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বোঝানো হচ্ছে এই মশাবাহিত রোগগুলির কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপায়। শিক্ষকরা ছবি, উদাহরণ ও সহজ ভাষার সাহায্যে খুদেদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কোথায় কীভাবে জল জমে মশার জন্ম হয় এবং কেন সেই জল জমতে না দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, বাস্তব অভ্যাস গড়ে তুলতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি ও স্কুলের আশপাশ পরিষ্কার রাখা, টব, টায়ার বা খোলা পাত্রে জল জমতে না দেওয়া, নিয়মিত জল ফেলে দেওয়া, এই সব বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পড়ুয়াদের। পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদেরও সচেতন করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে এই বার্তা ঘরে ঘরেও পৌঁছায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা খুব জরুরি। কোথাও জম জমতে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি মশারির ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন দিনেও। এছাড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো মশারোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারলে ভাল। জ্বর হলে কোনওভাবেই অবহেলা করা যাবে না। চিকিৎসকের পরামর্শ চলতে হবে। তাহলেই এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ডেঙ্গির প্রকোশ কমাতে কোথাও যাতে জমা জল না থাকে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে বাড়ি বাড়ি অভিযান চালাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে জেলার চা বাগান অঞ্চলগুলিতে। খুদেদের নিরাপত্তার খাতিরে সব ছাত্রছাত্রীদের হাত-পা ঢাকা পোশাক পরেই স্কুলে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার জানান, বর্ষায় ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার আশঙ্কা থাকে বলেই আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছি। ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশাসনিক ও চিকিৎসাগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ নিজের বাড়ি ও চারপাশ জলমুক্ত রাখার বিষয়ে সচেতন না হলে এই মশার দাপট পুরোপুরি উপড়ে ফেলা কঠিন।

গঙ্গার রুদ্ররূপ! চাষিদের ফসল বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার কড়া নির্দেশ সেচ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩১ জুলাই ঃ ফের ফুঁসছে গঙ্গা। দেশের অন্যতম দীর্ঘ নদী গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ভাঙন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায়। দিনের পর দিন ভয়ানক রূপে পরিণত হচ্ছে গঙ্গা। ইতিমধ্যেই মালদার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙন। এই মাসের ১৫ জুলাই থেকে শুরু হযেছে এবছর নদী ভাঙন। মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলের এলাহীটোলা, সহবতটোলা, বালুটোলা, কামালাতিপুর, শান্তিমোড় ঘাট-সহ একাধিক এলাকার পাট চাষ জমি বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায়। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৮০০ বিঘা জমি বিলীন হয়েছে গঙ্গা গর্ভে। এক চাষি শেখ রশিদ বলেন, এক হাজার বিঘারও বেশি ফসলি জমি ছিল এই এলাকায় বর্তমানে ২০০ বিঘা জমি বেঁচে আছে। পাট, ভুট্টা, ধান, কলাই ইত্যাদি একাধিক রকম ফসল চাষ হয়। জল বাড়তেই আবার ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ মিটার এলাকায় থাকা পাট জমি তলিয়েছে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ দ্রুত ভাঙন রোধের কাজ করা হোক। ভাঙন কবলিত স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, গোপালপুর অঞ্চলের কালিটোলা, সহবতটোলা, এলাহীটোলা এই গ্রামের নদীর তীরে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত জরুরি পরিস্থিতিতে ভাঙন রোধের কাজ করা প্রয়োজন। নাহলে ফসলি জমি কাটার পর বাঁধ ভেঙে গোটা গ্রাম তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ ভাঙন রোধের কাজের টেন্ডার ধরা হলেও এক বছরে কোনও কাজ হয়নি। যদিও এবিষয়ে রাজ্য জলপথ ও সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু জানান, প্রশাসনিক পর্যায়ে বৈঠক করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের। চাষিদের ফসল বাঁচাতে জরুরী পরিস্থিতিতে ভাঙন রোধে পাথর হোক বা মাটির বস্তা দ্রুত কাজ চালু করা হবে। যদিও টেন্ডার রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে আইনত হলে আগের টেন্ডারের কাজ হবে। জলপথ ও সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে গঙ্গার জলস্তর ২৩.৫০ মিটার যা বিপদসীমার অনেকটাই কাছাকাছি। যদিও আপাতত জলস্তর স্থির রয়েছে। তবে আগামীতে আরও বেশি বৃষ্টিপাত হলে জলস্তর বাড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। এখন দেখার এই পরিস্থিতিতে কবে শুরু হয় ভাঙন রোধের কাজ।

সিউড়িতে বাসকর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩১ জুলাই ঃ বাস ছাড়ার সময়সূচি নিয়ে দুটি বাসের কর্মীদের মধ্যে বচসা। আর তা থেকে হাতাহাতি। সেই ঘটনার পরেই আচমকা অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন এক বাসকর্মী। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বাসকর্মীর নাম গৌতম রায়। শুক্রবার সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে আসানসোলগামী একটি বাস রওনা দেওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, নির্দিষ্ট সময়ের থেকে বাস ছাড়তে কিছুটা দেরি করায় অন্য একটি বাসের কর্মীদের সঙ্গে গৌতমবাবুর বচসা শুরু হয়। বচসা থেকে দ্রুত দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এরপরে নিজের বাসে গিয়ে বসেন গৌতম রায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চলন্ত বাসের ভেতর তিনি প্রচণ্ড কাঁপতে শুরু করেন এবং একসময় বাসেই লুটিয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বর্ষার বৃষ্টিতেই হাওড়া-আমতা রোডে তৈরি হয়েছে মরণফাঁদ, স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সরব সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩১ জুলাই ঃ বর্ষা মানেই হাওড়া-আমতা সড়কে যাতায়াত করতে মানুষের প্রাণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। প্রতিদিন একাধিক দুর্ঘটনা ঘটছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত এই সড়কে প্রতিদিন অসংখ্য ছোট-বড় যানবাহন ও হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত। বর্ষায় সড়কের বিভিন্ন স্থানে গর্ত তৈরি হয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে প্রতি বছর কয়েকটা মাস রীতিমতো জীবন হাতে নিয়ে মানুষকে পথ চলতে হয়, সেই সমস্যা এবারও। বর্ষা শেষ হতে এখনও অনেকটা বাকি, অথচ এরই মধ্যে হাওড়া-আমতা রোডের বাঁকড়া বাজার এলাকায় রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। চালক ও যাত্রীদের কথায়, রাস্তাটি যেন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। সামান্য অসাবধান হলেই দুর্ঘটনা। পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রতিদিন একাধিক যানবাহন উল্টে যাচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটছে এবং মানুষ আহত হচ্ছেন। বর্ষার দিনে এই ব্যস্ত সড়কটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, যা দীর্ঘদিনের একটি বড় সমস্যা। হাওড়া- আমতা রোড হাওড়া জেলার অন্যতম ব্যস্ত সড়ক। গ্রামীণ হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুর এবং ডোমজুড় ব্লকের মানুষ সরাসরি এই সড়ক ব্যবহার করেই হাওড়া শহর ও কলকাতায় পৌঁছান। সরকারি-বেসরকারি রুটের বাসের পাশাপাশি হাওড়া শিল্পাঞ্চল ও জাতীয় সড়কের সংযোগকারী রাস্তা হওয়ায় এতে পণ্যবাহী যানবাহনের চাপও প্রচুর থাকে। কিন্তু ব্যস্ত রাস্তার ওপর তৈরি হওয়া বড় বড় গর্ত এবং তাতে জল জমে সৃষ্টি হচ্ছে আরও বড় বিপদ। স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের মতে, এই সড়কে যানজট ও

বর্ষায় রাস্তার বেহাল দশা দীর্ঘদিনের সমস্যা। তবে সরকার বদলের পর যানজটের সমস্যা অনেকটাই লাঘব হয়েছে। কিন্তু বর্ষায় রাস্তা খারাপের কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত যেভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই দুর্ভোগ কবে শেষ হবে-এখন সে আশাতেই দিন গুনছেন সবাই। স্থানীয়দের একাংশ জানাচ্ছেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর হাওড়া-আমতা রোডের দীর্ঘদিনের যানজট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ঠিক সেভাবেই বর্ষায় রাস্তার এই বেহাল দশা ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা দূর করতে দ্রুত স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে-এমনটাই আশা সাধারণ মানুষের।

হুড়মুড়িয়ে কমতে চলেছে জনপ্রিয় বালুচরী শাড়ির দাম, উদ্যোগ নিলেন রাজ্যের মন্ত্রীর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩১ জুলাই ঃ বাজারের থেকে কম দামে বালুচরী শাড়ি কিনতে চান? তাহলে এবার আপনাকে আসতেই হবে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে। কারণ এখানকার বালুচরে এবার তৈরি হতে চলেছে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যশালী 'বালুচরী শাড়ির হাব'। প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ এবং জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ। এই 'হাবে'ই মিলবে বাজার অপেক্ষা কম দামে বালুচরী শাড়ি। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দেওয়া একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে জিয়াগঞ্জে 'বালুচরী হাব' তৈরির কথা অন্যদিকে পর্যটন নির্ভর মুর্শিদাবাদের লালবাগ, জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ শহরের দীর্ঘদিনের 'হকার সমস্যা'র স্থায়ী সমাধান। গৌরীশংকরের দাবি, এর ফলে পর্যটকরা শুধু মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যপূর্ণ স্থাপত্য দেখতেই আসবেন না। তাঁরা এখান থেকে ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদাবাদ সিল্ক এবং জিয়াগঞ্জের বিখ্যাত বালুচরী শাড়িও কিনতে পারবেন। এতে পর্যটন বাড়বে এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তাঁর ঘোষণা, প্রথমে অস্থায়ীভাবে হকারদের ব্যবসার জায়গা ঠিক করে দেওয়া হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে লালবাগ, জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে সেখানেই হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। একইসঙ্গে হাজারদুয়ারি সংলগ্ন গঙ্গার পাড়ের সৌন্দর্যায়ন পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, বিগত কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল সরকারের আমলে নেতা- মন্ত্রীরা হকারদের শুধুমাত্র শোষণ করে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের জন্য কোনও সুবিধা বা ব্যবস্থাই করেননি। মানুষ পেটের তাগিদে হকারি করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার হকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বদ্ধপরিকর। মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে তিনি লালবাগ শহরের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেছেন। লালবাগ হাসপাতালের বিপরীতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সম্পত্তি রয়েছে, সেখানেই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানেই হকাররা ব্যবসা করতে পারবেন। ফলে একদিকে যেমন হকারদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হবে, অন্যদিকে লালবাগ শহরকে যানজট মুক্তও করা যাবে। গৌরীশংকরবাবু আরও বলেন, হাজারদুয়ারির পাশে গঙ্গার পাড় বরাবর প্রচুর হকার যত্রতত্র বসে ব্যবসা করেন। তৃণমূলের জমানায় নেতারা বড় বড় হোটেল, অট্টালিকা বানিয়ে নিজেদের সুবিধা ভোগ করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের কথা ভাবেননি। তাই আমাদের সরকার দু'টি কাজ একসঙ্গে করবে। একদিকে, হকারদের জন্য নির্দিষ্ট মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে তাঁদের পুনর্বাসন দেবে। অন্যদিকে, আরও বেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য দীঘার সমুদ্রের পাড় যেরকম সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, হাজারদুয়ারির গঙ্গার পাড়েরও সেইরকম সৌন্দর্যায়ণ করা হবে। তিনি বলেন, আমরা চাই পর্যটকরা এখানে এসে রাত ১০ টা পর্যন্ত নির্ভয়ে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে গঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করুন। সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। আগামী অক্টোবরের পর থেকেই গঙ্গার পাড়ের সৌন্দর্যকরণের কাজ শুরু হবে। একইসঙ্গে পাহাড়বাগান কিংবা মতি মহলের সামনেও মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ শুরু হবে। শুধু লালবাগ নয়, জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ শহরেও একই মডেলে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে বলে জানান তিনি। রাজ্যের মন্ত্রী আরও বলেন, আজিমগঞ্জে প্রচুর পর্যটন স্থল রয়েছে, যা প্রচারের অভাবে পড়ে আছে। সেই জায়গাগুলির আধুনিককরণ করে মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে আরও মজবুত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবেও একাধিক ঘোষণা করেন গৌরীশংকরবাবু। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জের সরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে দ্রুত 'ডিজিটালাইসড' করা হবে। পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এই লাইব্রেরিতে এসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে, তার জন্য আলাদা করে কোচিংয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।

আজ থেকে রাজ্যে শুরু জনগণনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই ঃ সারাদেশের সঙ্গে আগামীকাল থেকে এই রাজ্যেও ডিজিটাল পদ্ধতিতে দুই ধাপে জনগণনার কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রথম ধাপে আগামীকাল থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত নাগরিকরা স্ব সুমারি প্রক্রিয়ায় http//:se.census.gov.in এই অনলাইন পোর্টাল এর মাধ্যমে নিজেদের তথ্য নিজেরাই নথিবদ্ধ করতে পারবেন। এরপরে দ্বিতীয় ধাপে ১৬ ই আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ি তালিকাভুক্তি ও গৃহ গণনার কাজ করা হবে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক পরিবারের সদস্যের নাম, বয়স,লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে প্রকৃত জনসংখ্যা গণনা করা হবে। জনগণনার প্রস্তুতি হিসাবে কলকাতা শহরকে মোট ৮ হাজার ১১২ টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। গণনার কাজ যেন সুষ্ঠ ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য সব রকমের উদ্যোগ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে।

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 15 (Fifteen) Nos of Schemes under PMKSY WDC2.0/01/2021-22 project in Purulia District from **03/08/2026 to 10/08/2026. Vide NIT-01/PMKSY-WDC2-NRM/01/26-27.**

For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d -
Assistant Director of Agriculture &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed
Bagmundi Block, Purulia
Memo no 1037/ICA/PURU Dt-31/7/2026

WB HIDCO

e-N.IQ. No. 12 of G.M.(E) – I of 2026-27

Tender is invited for above NIT " **Supply and installation of Godrej make Conference Table, Chair, Sofa set etc. for Room No. 101, Ground Floor, HIDCO BHABAN, New Town, Kolkata"** having experience in similar nature of works from any Govt. Organization. **Last date of submitting application 07.08.2026 at 2.00 PM**. Detailed may be seen in the web sites at **wbtenders.gov.in/nicgep/app & www.wbhidcoltd.com**

General Manager (Engg.) - I

বিশ্বভারতীর অনন্য স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ৩১ জুলাই ঃ ভারতের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বভারতী অর্জন করল প্রথম পুরস্কার। Excellence in Preserving Promoting India's Cultural Academic Heritage বিভাগে এই সম্মান প্রদান করা হয়। ২৫-২৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে (Bharat Mandapam) অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিশ্বদরবারে তার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান লাভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই সাফল্যে বিশ্বভারতী পরিবার, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রকের এই স্বীকৃতি বিশ্বভারতীর গৌরবকে আরও উজ্জ্বল করবে এবং ভবিষ্যতে ঐতিহ্য ও শিক্ষার বিকাশে নতুন অনুপ্রেরণা জোগাবে, বলে সূত্রের খবর।

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Annual Maintenance of CCTV Security Surveillance System for Khudiram Anusilan Kendra, Kolkata for 1(one) Year. **[Job No: KIT/OW/082 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-101/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5017577_1
Bid Submission Closing : 08.08.2026 up to 03.00 PM
2. Name of Work: "Annual Maintenance of CCTV Security & Surveillance System at Netaji Indoor Stadium, Kolkata for 01(One) Year. **[Job No: KIT/OW/083 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-102/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5017602_1
Bid Submission Closing : 13.07.2026 up to 12.00 PM
3. Name of Work: "Annual Maintenance of Data,Voice, CCTV Surveillance System, LAN Networking EPBAX system and switches installed at The MPI & G Cell, Hon'ble Chief Minister Office at Upanna, 325, Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah- 711 102 for 01(One) Year.. **[Job No: KIT/RW/118 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-103/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5017610_1 Bid Submission Closing : 08.08.2026 up to 12.00 PM
4. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Red Road, Kolkata on 15.08.2026 in connection with the Celebration of Independence Day, 2026: Main Feed **[Job No: KIT/RW/119 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-104/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5017702_1
Bid Submission Closing : 08.08.2026 up to 12.00 PM
5. Name of Work: "Provision for Temporary Installation of Internet Leased Line (ILL) During 135th Edition Durand Cup Inaugural & Closing ceremony, 2026 at VYBK, Salt lake, Kolkata (Main Feed). **[Job No: KIT/RW/120 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-105/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5017703_1
Bid Submission Closing : 08.08.2026 up to 12.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গোকুল কয়াল দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ১২.০৪.২০২২ তারিখে এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ০৫০২০৪৪৪২ /২০২২ নম্বর পাওয়ার দলিল সকলে মিলে হারু ঘোষ মহাশয় কে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, উনি পাওয়ার বলে সমর মন্ডল মহাশয় কে এ্যাডিঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, ৫০৪৫ /২৬, ৫০৪৬/২৬, ৫০৪৭/২৬ ও ৫০৪৮/২৬ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর হাল দাগ-১৬৩১।

DIPIKA DAS
Advocate
F/1838/2465/2019

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **EL/29/50_2026/K/728, তারিখঃ 28-07-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 50_2026; **কাজের নামঃ (ক)** এসঅ্যান্ডটি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "কাটিহার ডিভিশনের এএসটিই/ কিষাণগঞ্জ সেকশনের অধীনে সিগন্যালিং অ্যাসেটস উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিস্থাপন ও মেরামতের কাজ।" **(খ)** এসঅ্যান্ডটি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "এসএসই/ইলেক্ট/পি/আই সি/নিউ জলপাইগুড়ি এবং কিষাণগঞ্জ-এর অধীনে রানিনগর জলপাইগুড়ি-সূর্য কমল সেকশনের মধ্যে অটো-হাটস বিদ্যুৎ সরবরাহ-এর ব্যবস্থা ও আপ-গ্রেডেশন।" **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,১৩,৩৩,৮৪৭/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,২৬,৭০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
Poura Bhawan, FD-415A, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106

An e-Tender for **"Different type of electrical works for different Wards under BMC"** is being invited by EE (E&M) Dept., BMC vide **NIT No. 05/PHE(E&M)/BMC (2nd Call) Dated: 30-07-2026, Tender ID: 2026_MAD_1035365_1 to 8**. Details are available with office of EE/ PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any, will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in Last date of Bid submission (online):** 22-08-2026 up to 3:00 PM.

Sd/- **EE(E&M),**
Bidhannagar Municipal Corporation

NIQ
O/o the Exe. Engineer
Jhargram Electrical Division,
PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ16/2026-27

Bid submission last date:
05/08/2026 up to 02:00 PM

For details follow
www.pwdwb.in or visit the office.

e – Tender Notice

e- Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Annual maintenance work related with High Mast Lighting System installed at Kolkata side of Vidyasagar Setu under Hooghly River Bridge Commissioners for12 months. Tender ID - 2026_HRBC_1035497_1 e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/04/26-27

Last date of submission of bid (online) is **10.08.2026** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

ভিডিও ওয়াল-এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **TRD/LMG/23 of 2026-27, তারিখঃ 29-07-2026।** নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** EL-TRD-NFR-LMG-71, **কাজের নামঃ** ট্র্যাকশন পাওয়ার কন্ট্রোলার, লামডিং ডিভিশনে সেকশনিং ও ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম দেখার জন্য ভিডিও ওয়াল-এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৪০,১০,৭৭২.১৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৮০,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২২-০৮-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি /লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে মানবশক্তির যোগান

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/০১ অফ ২০২৬ (সার্ভিস) তারিখঃ ২৮-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডিইএন/I/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিঙের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৬১,৬৩,৭৫৩.৭০/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,৮০,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিঙের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৪৩,৫১,২৬১.৮১/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৩,২১,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডিইএন/এল/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিঙের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৯৩,৩২,৪৬৬.৮৪/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,৪৬,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিঙের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৩৫,৪০,৪৩৮.০৯/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,১৭,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** আরারিয়া-আরারিয়া কোর্ট-ঠাকুরগঞ্জ খণ্ডের মধ্যের নতুন রেললাইন প্রকল্পে দুই বছরের জন্য বর্ষাকালীন রাত্রির সময়ে শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন পেট্রোলিঙের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৯৮,৮২,০১৬/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,৯৯,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING ONLINE ITEM RATE TENDER
Notice Inviting e-Tender No. 02/EE-SWM/NKDA/2026-27
Name of Work: Operation & Maintenance of Weigh Bridge (Capacity 60 MT) at Block CG in Action Area -1, New Town, Kolkata for 02 (Two) year.
Online Item Rate Tender are invited by the Exccutive Engineer-SWM New Town Kolkata Developinent Authority vide Memo No **4909/NKDA/Engg.(sWMYW.B.-03(0&M of Wcigh Bridge)/2025 dated 31.07.2026** for the work. Having tender amount- **Agency has to be Quote** only. Bid submission closing date **17.08.2026 up to 2.00 P.M**. For other details please visit our website at **www.nkdamar.org & https://wbtenders.gov. in** and the office notice board Newtown, Kolkata - 700156.

Sd/-
Executive Engincer - SWM
New Town Kolkata Development Authority

WB HIDCO

e-Tender Notice No.02 of GM(T) 2026-27

e-tender is invited for the work of "Requirement of ESSENTIALS DRY CATERING SERVICE FOR CAFÉ EKANTE AT ECO ISLAND/ BUSINESS CLUB/ALIPORE COFFEE HOUSE, BISWA BANGLA GATE / SMART CONNECT/TORONNYA AND COFFEE HOUSE IN NEW TOWN KOLKATA (For one year)"in the manner as described in the detailed e- tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidco ltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 17.08.2026 upto 5.00 P.M. Details may also be available in the **websitewww.wbhidcoltd.com.**

-Sd/-
G.M (Tourism)
WB HIDCO LTD

WB HIDCO

e-Tender Notice No.03 of GM(T) 2026-27

e-tender is invited for the work of "Requirement of **ESSENTIALS COOKING SERVICE(COOKING DONE WITH MANPOWER & UTENSILS) FOR CAFÉ EKANTE AT ECO ISLAND/ BUSINESS CLUB/ALIPORE COFFEE HOUSE, BISWA BANGLA GATE /SMART CONNECT/TORONNYA AND COFFEE HOUSE IN NEW TOWN KOLKATA** (For one year)"in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidco ltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 17.08.2026 upto 5.00 P.M. Details may also be available in the website **www.wbhidcoltd.com.**

-Sd/-
G.M (Tourism)
WB HIDCO LTD

WB HIDCO

e-Tender Notice No.05 of 2026-2027

e- tender is invited for e.NIT-05 of 2026-27 in the manner as described in the detailed e-tender notice available on WBHIDCO website- www.wbhidcoltd.com in e-tender portal. Last date of Bid submission closing (on line)- 10.08.2026 upto 11.50 A.M. Detailed may be seen in our website at **www.wbhidcoltd.com.**

Additional General Manager (Engg)-III
WBHIDCO

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 02 of 2026-2027

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 07.08.2026 upto 02.00 P.M. Details may also be available in the website **www.wbhidcoltd.com.**

Assistant Engineer
under Addl. General Manager (Engg)-IV

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK
MUNSHIRHAT HOWRAH
E- NOTICE INVITING QUOTATION(NIQ)

E-NIQ are invited from the bonafide contractors/ suppliers vide Notice no- :02, NIT-2407 & 2408, Dated-30.07.26 FOR (fund-VB-G RAM-G)

SD/-
Block Dev officer
JB PUR Block
Munshirhat, Howrah

NIT No. - 02/EO/Man-I/ 2026-27(3rd call) on behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) nos. sealed tender consisting of 03 (Three) nos. for Construction of Different Development Schemes are invited by the Undersigned from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T.
For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Tender amount etc. may be viewed from **http//tenders.wb.gov.in** & office Notice Board in office hour. Last date of application for **NIT No. - 02/EO/Man-I/2026-27(3rd call)** is **07.08.2026 upto 6 PM.**

Sd/-
Block Development Officer
Manbazar-I Development Block
Memo no.1036/ICA/PURU Dt.-31/7/26

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

সিআইএন-এল১৭১১৪ডব্লুবি১৯৯৯পিএলসি০৮৯১৪৮
রেজি. অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪
সিটি অফিসঃ ৯/১ আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫/৬৭৮৮)/২৪৮৯ ৩৪৭২, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ইমেলঃ office@kesoramtextiles.in / ktmltext@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	চলতি তিন মাস শেষে ৩০।০৬।২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য তিন শেষে ৩১-০৩-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট তিন মাস (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্তে ৩১-০৩-২০২৬ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	-	-	-	-
২	সময়ের জন্য নিট লাভ / ক্ষতি (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	(৪৮.৬৪)	(৮৪.২৬)	(৪৪.৪০)	(১,০৬৯.৫৩)
৩	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৪৮.৬৪)	(৮৪.২৬)	(৪৪.৪০)	(১,০৬৯.৫৩)
৪	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৪৮.৬৪)	১০৩.১০	(৪৪.৪০)	(৮৮২.১৭)
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(৪৭.৬৪)	২৩৫.৩৯	(৪১.৮০)	(১৩,৩৭৮.৬৫)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭	পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ	-	-	-	(৯৯২.৩৩)
৮	প্রতি শেয়ার আয় (ইপিএস) (বার্ষিক নয়) [প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ২ টাকা] মূল ও মিশ্র	(০.০৯)	০.২০	(০.০৮)	(১.৬৯)

মন্তব্যঃ
ক) উপরে প্রদত্ত তথ্যটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণী ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in-এ পাওয়া যাবে।
খ) উপরের ফলাফলগুলি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
উমা শঙ্কর আসোপা
পরিচালক
DIN: 00305010

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০ জুলাই, ২০২৬

দুর্গম পথ পেরিয়ে মহাদেবের ধামে!

শুরু কিন্নর কৈলাস যাত্রা, রেজিস্ট্রেশন থেকে স্বাস্থ্যবিধি-জানুন সব খুঁটিনাটি

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত দেবাদিদেব মহাদেবের অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কিন্নর কৈলাস আবারও খুলে যাচ্ছে ভক্তদের জন্য। প্রতিকূল আবহাওয়া ও হিমবাহের ঝুঁকির কারণে নির্ধারিত সময়ে যাত্রা শুরু না হলেও, অবশেষে ২০২৬ সালের কিন্নর কৈলাস যাত্রার নতুন সূচি ঘোষণা করেছে প্রশাসন। আগামী ৩০ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই বহুল প্রতীক্ষিত তীর্থযাত্রা। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল হলে যেকোনও সময় নিরাপত্তার স্বার্থে যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা হতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কিন্নর কৈলাস হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি তীর্থস্থান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬,০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই অঞ্চলের বিশাল প্রাকৃতিক শিলাস্তম্ভকে ভগবান শিবের প্রতীক হিসেবে মানা হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত ও ট্রেকার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও দুর্গম পাহাড়ি পথ, হিমবাহ, খাড়া চড়াই এবং পাথুরে রাস্তা অতিক্রম করে এই পবিত্র স্থানে পৌঁছন। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বদলেছে যাত্রার সূচি- আগে ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জুলাই থেকেই যাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত তুষারপাত, গ্লেসিয়ারের বিস্তার, ভূমিধসের আশঙ্কা এবং ট্রেকিং রুটে বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে প্রশাসন যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা মূল্যায়নের পর অবশেষে নতুন সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ৩০ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য তীর্থযাত্রা পরিচালিত হবে।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তের অনুমতি-ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিদিন মাত্র ৩৭৫ জন তীর্থযাত্রীকে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে। এর মধ্যে- ১৭৫ জন অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশ নিতে পারবেন। ১২৫ জন অফলাইনে সরাসরি নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন। বাকি ৭৫টি আসন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর অপারেটরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ২৮ জুলাই সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে। অন্যদিকে, অফলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে ইচ্ছুক ভক্তদের ৩০ জুলাই সকাল ৬টার মধ্যে তাংলিং গ্রামের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে উপস্থিত থাকতে হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ছাড় নেই- কিন্নর কৈলাস যাত্রা অত্যন্ত কঠিন ও শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে নিজের এলাকার নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও, যাত্রা শুরুর আগে তাংলিং গ্রামের মেডিকেল ক্যাম্পে উপস্থিত চিকিৎসকদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হবে। উচ্চতাজনিত অসুস্থতা, হৃদ্রোগ, শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনও গুরুতর শারীরিক সমস্যা ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ট্রেকিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রশাসনের দাবি, এই ব্যবস্থা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই নেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি- তীর্থযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেকিং রুটে মোতায়েন থাকবে পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং উদ্ধারকারী দল। পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি উদ্ধার পরিষেবা এবং আবহাওয়ার সার্বক্ষণিক নজরদারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভক্তদের পর্যাপ্ত গরম পোশাক, বৃষ্টির সরঞ্জাম, ট্রেকিং জুতো, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলারও আবেদন জানানো হয়েছে। ভক্তদের উচ্ছ্বাস তুঙ্গে-কিন্নর কৈলাস শুধুমাত্র একটি তীর্থস্থান নয়, এটি প্রকৃতিপ্রেমী ও ট্রেকিংপ্রেমীদের কাছেও এক অনন্য আকর্ষণ। কঠিন পথ, তুষারাবৃত পাহাড়, হিমবাহ এবং মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে মহাদেবের ধামে পৌঁছনোর অভিজ্ঞতা জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত বলে মনে করেন বহু ভক্ত। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে কিন্নর কৈলাস যাত্রা শুরু হওয়ায় দেশ-বিদেশের অসংখ্য পুণ্যার্থী এখন শিবদর্শনের অপেক্ষায়। প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সীমিত সংখ্যক যাত্রীর নিয়ম মেনেই এবারের তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আজ ১ আগস্ট পেপার ডে উপলক্ষে কাগজ বিক্রেতা, সংগঠনগুলির সাংবাদিক সম্মেলনে কাগজ প্রকৃতির বন্ধু এই বার্তা দিলেন।

মেরামতির মাঝেই ভেঙে পড়ল চারতলা ভবন, মহারাষ্ট্রে মৃত ৯

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩১ জুলাইঃ লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যয়। ভেঙে পড়ল চারতলা বহুতল। দুর্ঘটনায় অন্তত নয় জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও বহুতলের নীচে বহু মানুষের আটকে থাকার আশঙ্কা। তাঁদের উদ্ধারে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), থানে ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স, দমকল এবং স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্ধার অভিযান চলছে। ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডিতে। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই ভেঙে পড়ে ওই বহুতল। চাপা পড়ে যান বিল্ডিংয়ের বাসিন্দারা। পুরসভার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চার তলা ওই বিল্ডিংয়ে প্রতিটি তলে ১২টি করে কামরা ছিল। মোট ৪৮টি ঘর ছিল। পুরসভার তরফে আগেই ওই বিল্ডিংটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সম্প্রতি বিল্ডিং সারাইয়ের কাজও শুরু হয়েছিল। তার মধ্যেই গতকাল রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ আচমকা ওই বহুতল ভেঙে পড়ে। বহুতলের বাসিন্দারা যারা কোনওক্রমে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তারা জানিয়েছেন যে রাত ৯টা নাগাদ বিকট শব্দ কানে এসেছিল, যেন কিছু একটা জিনিসে ফাটল ধরছে, ভেঙে পড়ছে। এরপরই তারা অনেকে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। ওই বিল্ডিংয়ের বাসিন্দাদের বের করে আনা হচ্ছিল। এর মাঝেই ওই বিল্ডিংয়ের বি উইং ভেঙে পড়ে হুড়মুড়িয়ে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গতকাল রাতে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ছয়জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরে এনডিআরএফের তরফে আজ সকালে জানানো হয় যে মোট নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বিল্ডিং সারাইয়ের কাজ করছিলেন যে শ্রমিকরা, তাদেরই মৃত্যু হয়েছে। এখনও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছেন। তাদের খোঁজে উদ্ধারকাজ চলছে।

১৭ বছরের বিচ্ছেদের পর আইনি ইতি, ওমর আবদুল্লা-পায়েলের বিবাহ বিচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের সম্মতি

নয়াদিল্লি,৩১ জুলাই ঃপ্রায় ১৭ বছর ধরে আলাদা থাকার পর অবশেষে আইনি স্বীকৃতি পেল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর

আবদুল্লা এবং তাঁর স্ত্রী পায়েল আবদুল্লার বিবাহবিচ্ছেদ। উভয় পক্ষের সম্মতিতে দায়ের করা আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের ডিভোর্স মঞ্জুর করেছে। আদালতে ওমর ও পায়েল স্পষ্টভাবে জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আলাদা বসবাস করছেন এবং ভবিষ্যতেও একসঙ্গে দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা তাঁদের নেই। সেই বক্তব্যের ভিত্তিতেই শীর্ষ আদালত বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন গ্রহণ করে। ওমর আবদুল্লা ও পায়েলের পরিচয় হয়েছিল দিল্লির দ্য ওবেরয় হোটেলে। সেই সময় দু'জনেই সেখানে কর্মরত ছিলেন। কর্মসূত্রে পরিচয় থেকে শুরু হয় বন্ধুত্ব, যা পরে প্রেমের সম্পর্কে পরিণত হয়। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর ১৯৯৪ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের সংসারে জন্ম নেয় দুই পুত্রসন্তান-জাহির ও জমির। তবে সময়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ওমর ও পায়েল আলাদা থাকতে শুরু করেন। এরপর ২০১১ সালে ওমর আবদুল্লা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিচ্ছেদের বিষয়টি প্রকাশ্যে জানান। যদিও সেই সময় থেকেই তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল, আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। অবশেষে প্রায় দেড় দশক পর সেই আইনি জটিলতারও অবসান ঘটল। সুপ্রিম কোর্টে উভয় পক্ষই জানান, সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানতে চান। আদালত তাঁদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করে। ওমর আবদুল্লা দেশের অন্যতম পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগত জীবনের এই অধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই জনসমক্ষে আলোচনার বিষয় ছিল। তবে বিচ্ছেদের পুরো প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত মর্যাদা বজায় রেখে আইনি পথ অনুসরণ করেছেন দুই পক্ষই। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের মাধ্যমে তাঁদের দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়েরও আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল। এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৯৯৪ সালে শুরু হওয়া এক দাম্পত্য সম্পর্কের আইনি অধ্যায়ের ইতি টানল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। দীর্ঘ ১৭ বছরের আলাদা থাকার পর অবশেষে ওমর আবদুল্লা ও পায়েলের ব্যক্তিগত জীবনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল, যা তাঁদের ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

'পেলেট গানের ব্যবহার কাশ্মীরেই শুরু করেছিল কংগ্রেস', রাহুলকে নিশানা ইঞ্জিনিয়র রশিদের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ দিল্লিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে সংসদে যখন সরব বিরোধী দল, তখন সেই ইস্যুকেই হাতিয়ার করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বারামুলার নির্দল সাংসদ শেখ আবদুল রশিদ, যিনি ' রশিদ' নামেই বেশি পরিচিত। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, কাশ্মীরে বিক্ষোভ দমনে পেলেট গানের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় কংগ্রেসের আমলেই। একইসঙ্গে তিনি কেন্দ্র সরকারের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তোলেন এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে আলোচনার বদলে বারবার বলপ্রয়োগের নীতির সমালোচনা করেন। সম্প্রতি দিল্লিতে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ এবং পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সংসদে সরব হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে এ বিষয়ে জবাবদিহিও দাবি করেন। যদিও কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে কেবল কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, কোনও ধরনের পেলেট গান বা গুলি চালানো হয়নি। এই বিতর্কের মধ্যেই লোকসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে ইঞ্জিনিয়র রশিদ বলেন, ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেস ও বিজেপি-উভয়েই বিভিন্ন সময় সরকারে ছিল। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার বদলে বিক্ষোভ দমনে বলপ্রয়োগকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা করে তিনি আরও বলেন,

আজ পেলেট গান নিয়ে এত প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কিন্তু আমি ইন্ডিয়া জোটকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ২০১০ সালেই কাশ্মীরে পেলেট গানের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সেই সময় বহু মানুষ নিহত হন এবং শত শত তরুণ কাশ্মীরি গুরুতর আহত হন বা চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারান। তখন কংগ্রেস ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে জোট বেঁধে জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার পরিচালনা করছিল। লোকসভায় তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন মোকাবিলায় প্রশাসনের আচরণ কেন একরকম নয়। তাঁর বক্তব্য, কোথাও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়, আবার কোথাও বলপ্রয়োগকে একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। এই দ্বৈত নীতি গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। নিট প্রশ্নফাঁসকে কেন্দ্র করে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের প্রসঙ্গ টেনে রশিদ বলেন, সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে অনশন প্রত্যাহারে রাজি করিয়েছে। এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু একই ধরনের সংলাপের পরিবেশ কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও কেন তৈরি করা হয় না? সেখানে কেন বারবার শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নেওয়া হয়? উল্লেখ্য, গত ২০ জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে সংসদ অভিযানের সময় আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি কয়েকটি মহল থেকে পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগও সামনে আসে। তবে কেন্দ্র সরকার সেই অভিযোগ অস্বীকার করে জানায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কেবল কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল। এই বিতর্কের আবহেই ইঞ্জিনিয়র রশিদের বক্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক তরজা উসকে দিয়েছে। একদিকে তিনি কাশ্মীরে অতীতে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, অন্যদিকে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের কাছেও একই ধরনের সংলাপভিত্তিক নীতি গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। ফলে পেলেট গান ও বিক্ষোভ মোকাবিলার কৌশল নিয়ে সংসদের অন্দরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

'যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের সময় পুলিশ কর্মীদের নিশানা করা হয়েছিল'

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.)ঃ গত ২০ জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ চলাকালীন আহত দিল্লি পুলিশের কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, বিক্ষোভের সময় পুলিশ কর্মীদের সুপরিকল্পিতভাবে নিশানা করা হয়েছিল।

'মমতার মদতেই টুলুদের বিরাট চক্র'

১-র পাতার পর-তারপর-বছরে শুধু বীরভূমের পাথর খাত থেকেই রাজ্যের অন্তত ১৫,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব চুরি হয়েছে। এই বিপুল অর্থ সরকারি তহবিলে এলে আরও নতুন হাসপাতাল তৈরি হত, নতুন স্কুল বিল্ডিং হতো, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হতে পারত।'' প্রশাসনিক কঠোরতার উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল নেতাদের ফেলে রাখা বেআইনি বালি প্রকাশ্যে নিলাম (অকশন) করে এক লপ্তে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা রাজ্য কোষাগারে যুক্ত করেছে নতুন সরকার। আইনশৃঙ্খলা ও রাজ্য প্রশাসনের এই রদবদল প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করেন শুভেন্দু। বলেন, ''২৪২টি বিলাসবহুল গাড়ি বা ৩০০ বিঘা জমি এক দিনে কেনা সম্ভব নয়। রেজিস্ট্রি অফিস, মোটর ভেহিক্যালস, স্থানীয় পঞ্চায়েত, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট ও খনিজ কর্পোরেশনের একাংশের মদত ছাড়া এই ব্যবস্থা চলতে পারে না।'' মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ''প্রতিষ্ঠান প্রধানের সম্মতি ছাড়া এত ব। অসাধু র‍্যাকেট বছরের পর বছর চলতে পারে না। 'টুলু মণ্ডল আমাদের লোক, ওর দিকে তাকাবে না'- শীর্ষ স্তর থেকে এমন নির্দেশ ছিল বলেই নিচুতলার আধিকারিকরা চোখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই এর দায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ওপরেই বর্তায়।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মামলা রুজু করে ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত মিনার মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি, মূল হিসাবরক্ষক (অ্যাকাউন্টেন্ট) পিনাকী দে, সহ-হিসাবরক্ষক রাকিবুল ইসলাম এবং পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার কাউসারসহ মোট ৫ জনকে ডিটেন করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। অসদুপায়ে উপার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি, সিআইডি ও এসটিএফ-এর প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে জানান শুভেন্দু। শেষ ১০-১১ সপ্তাহে রাজ্যে আয়কর ও রাজস্ব ১২ বৃদ্ধি পেয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি আর্থিক বছর শেষে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় অন্তত ২০ বৃদ্ধি পাবে।

মোদিকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানানো

১-র পাতার পর-এসসিও-র শীর্ষ সম্মেলনে কখনও রাষ্ট্রপতি, কখনও আবার প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন। সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিত্বের ধরন সংশ্লিষ্ট দেশের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। পাকিস্তান শুধু আয়োজক হিসেবে সংগঠনের প্রোটোকল মেনেই সব সদস্য দেশকে আমন্ত্রণ জানাবে। এই মন্তব্য এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনাপূর্ণ। সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ, কাশ্মীর ইস্যু এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক প্রায় বন্ধই রয়েছে। তবুও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক মঞ্চে দুই দেশই নিয়মিত অংশ নেয় এবং এসসিও সেই গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মগুলির অন্যতম। এসসিও-তে ভারত ও পাকিস্তান ২০১৭ সালে পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। সংগঠনটির সদস্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, চিন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান এবং বেলারুশ। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে এই মঞ্চে নিয়মিত আলোচনা হয়। তবে পাকিস্তান আমন্ত্রণ জানালেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইসলামাবাদে সম্মেলনে যোগ দেবেন কি না, সে বিষয়ে এখনও ভারতের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কূটনৈতিক মহলের মতে, আমন্ত্রণ পাঠানো এসসিও-র প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম হলেও, অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে সেই সময়ের ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক এবং সামগ্রিক কূটনৈতিক পরিস্থিতির উপর।

রোদ দেখে ধোঁকা খাবেন না

১-র পাতার পর- মুর্শিদাবাদ জেলাতে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার ফের অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে। কমলা সতর্কতা রয়েছে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। তিন জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি এবং অতি বৃষ্টিতে ধসের সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। অতিবৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। তিস্তা তোর্সা, রাইডাক, জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়তে পারে। এর জেরে চাষের ক্ষতি হতে পারে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে কলকাতায়। বিক্ষিপ্তভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি কিংবা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় তাপমাত্রা বেশি না হলেও, সামান্য অস্বস্তি হতে পারে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ২১.১ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৮ থেকে ৯৭ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৯.৬ মিলিমিটার।

লোহারদাগায় বাইকে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত্যু দম্পতির

লোহারদাগা, ৩১ জুলাই (হি.স.)ঃভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক তরুণ দম্পতি। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা জেলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বরিশ আনসারি (২৪) ও সনিয়া আনসারি (২১)। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার একটি বাইক চেপে যাচ্ছিলেন ওই দম্পতি। যাত্রাপথে আচমকাই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা মারে তাঁদের বাইকটিকে। ধাক্কা এতটাই জোরালো ছিল যে, বাইকটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং দু'জনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বরিশ

NAME CHANGE

I, Prasanta Kumar Das(old name) S/o Late Surendra Nath Das residing at Ward No. 7, P.O. Mekhliganj, P.S. Mekhliganj, Dist. Cooch Behar, Pin-735304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Prasanta Kumar Das to Prasanta Das and henceforth I shall be known as Prasanta Das(new name) in all purpose vide an affidavit No. 28AC251264 sworn before the Notary Public at Jalpaiguri dated 31/07/2026. Prasanta Kumar Das(old name) and Prasanta Das(new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, PRABIR DEY(old name) S/o Late Ramesh Chandra Dey residing at Merchant Road, Ward No.5, P.O. & Dist.-Jalpaiguri, PS.-Kotwali, Pin-735101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRABIR DEY to PRABIR KUMAR DEY and henceforth I shall be known as PRABIR KUMAR DEY(new name) in all purpose vide an affidavit No. 18AC411951 sworn before the Executive Magistrate at Jalpaiguri dated 25/07/2026. PRABIR DEY(old name) and PRABIR KUMAR DEY(new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arman Hossain, S/O Anowar Ali (old Name), resident of vill: + PO + PS: Paikar, Dist: Birbhum, do hereby declare that I have changed my father name from Anowar Ali (old Name) to Anuwar Ali (correct name) and henceforth I shall be known as Anuwar Ali in all purpose, vide affidavit No 19864 sworn before the Executive Magistrate, Rampurhat on 21.05.2026 Anuwar Ali and Anowar Ali both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Ketabuddin Ansari (Old Name) S/O–Serajuddin Ansari resident of Vill - Laxminagar , Po-Dhuliyan, Ps-Samsherganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Md Ketabuddin Ansari to Ketabuddin Ansari and henceforth I shall be known as Ketabuddin Ansari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Ketabuddin Ansari & Md Ketabuddin Ansari both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Murful Haque (Old Name) S/O–Hur Mohammad resident of Vill -Kholaspur , Po-Diar Raninagar, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Md Murful Haque to Murful Sk and henceforth I shall be known as Murful Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Murful Sk & Md Murful Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ismail Sk (Old Name) S/O–Mohammad Ali resident of Vill - Dangapara , Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Ismail Sk to Md Ismail Sk and henceforth I shall be known as Md Ismail Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Md Ismail Sk & Ismail Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Marfat Moulana (Old Name) S/O–Yaraddin Sk resident of Topla, Beltalapara, Topla, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Marfat Moulana to Marfat Sk and henceforth I shall be known as Marfat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Marfat Sk & Marfat Moulana both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Intaj Ali Mandal , S/O-Late Kadir Sekh resident of Vill –Ganeshnagar , Po- Baruipara , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my father's name from Kadir Bokash (old name) to Kadir Sekh (new name) and henceforth my father's name shall be known as Kadir Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My father's name Kadir Sekh (new name) & (old name) Kadir Bokash both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Majibar Sekh (Old Name) S/O–Jahabaks Sekh resident of Tehatta Natunpara, Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Majibar Sekh to Majibar Shaikh and henceforth I shall be known as Majibar Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 31/07/2026. My name Majibar Shaikh & Majibar Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Golam Motluba (Old Name) S/O–Mainuddin Mandal resident of Kalaberia, Kalaberia, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Golam Motluba to Golam Mutluba Mandal and henceforth I shall be known as Golam Mutluba Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Golam Mutluba Mandal & Golam Motluba both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdur Rezzak (old name) S/o- Mukai Sekh residing at Kagram Sahapara, Kagram, Salar, Dist- Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUR REZZAK to ABDUR REJAK SEKH and henceforth I shall be known as ABDUR REJAK SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 31/07/2026. ABDUR REZZAK (old name) and ABDUR REJAK SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Roesonara Bibi (old name) W/o- Md Mohiuddin Mostofa residing at Ramnagar Khaataluk, Jinnatpara, Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROESONARA BIBI to ROSNARA BIBI and henceforth I shall be known as ROSNARA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 25/07/2026. ROESNARA BIBI (old name) and ROSNARA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shukurali Irfanali Seikh(old name) S/o Irfan Ali Sk residing at Memari Kadampukur, P.O. & P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713146 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Shukurali Irfanali Seikh to Sukur Ali Sk and henceforth I shall be known as Sukur Ali Sk(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 22/06/2026. Shukurali Irfanali Seikh(old name) and Sukur Ali Sk(new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jahirali Shukurali Seikh(old name) S/o Sekh Shukur Ali(Old Name) residing at Memari Kadampukur, P.O. & P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713146 West Bengal, do hereby declare that I have changed my & my father's name from Jahirali Shukurali Seikh S/o Sekh Shukur Ali to Jahir Ali Sk S/o Sukur Ali Sk and henceforth I shall be known as Jahir Ali Sk(new name) S/o Sukur Ali Sk(new Name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 22/06/2026. Jahirali Shukurali Seikh(old name) S/o Sekh Shukur Ali(Old Name) and Jahir Ali Sk(new name) S/o Sukur Ali Sk(new Name) all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sadip Majumdar (Old Name),S/O Bijoy Chandra Majumdar, Residing at 5/38 Jatin Das Nagar,Kamarhati,Belghoria,North 24 Parganas,Pin-700056, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Sadip Majumdar (Old Name) to Sadip Kumar Majumdar (new name) and henceforth I'll be known as Sadip Kumar Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 08/07/2026. Sadip Kumar Majumdar (New Name) and Sadip Majumdar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sreeparna Bose Majumdar (Old Name),W/O Priyobroto Bose, Residing at 5/38 Jatin Das Nagar,Kamarhati,Belghoria,North 24 Parganas,Pin-700056, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Sreeparna Bose Majumdar (Old Name) to Sreeparna Majumdar (new name) and henceforth I'll be known as Sreeparna Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 08/07/2026. Sreeparna Majumdar (New Name) and Sreeparna Bose Majumdar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bejoy Mazumder (Old Name),S/O Indra Kumar Mjumder, Residing at 1 South Nawdapara Road.Kamarhati,North 24 Parganas,Pin-700057, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Bejoy Mazumder (Old Name) to Bijoy Majumder (new name) and henceforth I'll be known as Bijoy Majumder (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 15/07/2026. Bijoy Majumder (New Name) and Bejoy Mazumder (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SANJAY KARMAKAR(old name) S/o SUDHIR KARMAKAR(Old Name) residing at Vill+PO.-Shimulia, PS-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743262 West Bengal, do hereby declare that I have changed my & my father's name from SANJAY KARMAKAR S/o SUDHIR KARMAKAR to ASHUTOSH ROY S/o PAGHAL ROY and henceforth I shall be known as ASHUTOSH ROY(new name) S/o PAGHAL ROY(new Name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Bongaon, North 24 Parganas dated 02/03/2026. SANJAY KARMAKAR(old name) S/o SUDHIR KARMAKAR(Old Name) and ASHUTOSH ROY(new name) S/o PAGHAL ROY(new Name) all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Israil Seikh (old name) S/o- Taiob Saikh residing at Ward 13, Bagdipara, Tamaltala, Beldanga, Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742133 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ISRAIL SEIKH to ISRAIL SAIKH and henceforth I shall be known as ISRAIL SAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 31/07/2026. ISRAIL SEIKH (old name) and ISRAIL SAIKH (new name) both are same and one iden

NAME CHANGE

I, Ejila Khatun (old name) W/o- Munsurul residing at Amlabari, Gouripur, Sagardighi, Dist- Murshidabad, Pin-742122 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from EJILA KHATUN to ELIZA KHATUN BIBI and henceforth I shall be known as ELIZA KHATUN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 31/07/2026. EJILA KHATUN (old name) and ELIZA KHATUN BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gunnihar Bibi (old name) W/o- Israil Saikh residing at Ward 13, Bagdipara, Tamaltala, Beldanga, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742133 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from GUNNIHAR BIBI to GULNAHAR BIBI and henceforth I shall be known as GULNAHAR BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 31/07/2026. GUNNIHAR BIBI (old name) and GULNAHAR BIBI (new name) both are same and one identical person.

যাত্রী সুবিধার্থে রাতের কলকাতায় বাড়ছে বাসের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ রাত সাড়ে ১১টার পরই কলকাতার রাস্তায় আর বাসের দেখা মেলে না। ১০টা পার করলেই কমতে

থাকে বাসের সংখ্যা। এতে সবথেকে মুশকিলে পড়েন নাইট শিফটে কাজ করা কর্মীরা। যারা রাত করে অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন তাদের জন্য বাড়ি ফেরা মুশকিল হয়ে পড়ে। সেই সময়ে একমাত্র ভরসা অ্যাপ ক্যাব ও বাইকগুলি। এগুলির যা ভাড়া তাতে তিন-চারগুণ অতিরিক্ত টাকা গুনতে হয় যাত্রীদের। এই অবস্থায় কলকাতার রাতের জীবনযাত্রা সচল রাখতে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১ আগস্ট, শনিবার থেকেই হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদহ স্টেশন, কলকাতা বিমানবন্দর এবং শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুটে বাড়ানো হচ্ছে সরকারি বাসের সংখ্যা। রাতের ট্রেন, মেট্রো এবং বিমানের যাত্রীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দফতরের দাবি, যাত্রী চাহিদা বেশি থাকা রুটগুলিতে ধাপে ধাপে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি, বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলিকেও রাতের পরিষেবায় অংশ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে পরিবহণ দফতরের তরফে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে নাইট পরিষেবা চালু করা হলেও কিছু দিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে শুধুমাত্র যেসব রুটে রাতে যাত্রী চলাচল বেশি, সেখানেই অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য, পরিষেবা যাতে স্থায়ীভাবে চালু রাখা যায়। সরকারি সূত্রের খবর, বহু রোগীই রাতের শেষ ট্রেনে হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নামেন, যাতে পরের দিন ভোরে মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম, আরজি কর, এনআরএস কিংবা অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালের আউটডোরের টিকিটের লম্বা লাইনে আগেভাগে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু গভীর রাতে স্টেশন থেকে বাস না মেলায় তাঁদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। একই অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে ছিল কলকাতা বিমানবন্দর থেকেও, বিশেষ করে রাত ৯ টার পর বাসের অভাব নিয়ে। সম্প্রতি কলকাতা মেট্রোর শেষ পরিষেবার সময় বাড়ানো হলেও, মেট্রো স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার জন্য পর্যাপ্ত বাস না থাকায় যাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছিল। সেই সমস্যার সমাধান করতেই ট্রেন, মেট্রো ও বিমানের সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাতের বাস পরিষেবার নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, বহু রুটে বাসের শেষ ট্রিপের সময় বাড়িয়ে রাত ১০টা এবং সাড়ে ১০টা পর্যন্ত করা হবে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ রুটে অতিরিক্ত বাস চলবে, তার মধ্যে রয়েছে নীলগঞ্জ ডিপো-হাওড়া স্টেশন, হাওড়া স্টেশন-পাটুলি, হাওড়া স্টেশন-গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড, গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড- হাওড়া স্টেশন, হাওড়া স্টেশন-বালিগঞ্জ স্টেশন, ডানলপ-বালিগঞ্জ স্টেশন, উল্টোডাঙা-ইকো স্পেস (নিউ টাউন) এবং কলকাতা বিমানবন্দর-গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড। এছাড়াও ধাপে ধাপে ডানলপ, রাজাবাজার, উল্টোডাঙা ও বারাসত-কেন্দ্রিক আরও কয়েকটি রুটে রাতের বাস পরিষেবা সম্প্রসারণ করা হবে। বিমানবন্দর, ব্যারাকপুর, গড়িয়া, বালিগঞ্জ, মৌড়িগ্রাম, ইকো স্পেস এবং কামালগাজি অভিমুখেও অতিরিক্ত বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম, আরজি কর, এনআরএস, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি ইএম বাইপাস সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে রাতের বাস পরিষেবা বাড়ানোর দাবি উঠছিল। সেই দাবির কথা বিবেচনা করেই হাসপাতাল-সংলগ্ন রুটগুলিতে অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাতের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে পরিবহণ মহল। পরিকল্পনা সফল হলে রাতের ট্রেন, বিমান ও মেট্রো ব্যবহারকারী হাজার হাজার যাত্রীর যাতায়াত অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হবে।

বাম আমলে ছিল সেফ প্যাসেজ, আর তৃণমূল জমানায় সেফ হোম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ জম্মু-কাশ্মীর থেকে ধৃত নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের এক জঙ্গি টার্গেট করেছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। ১ জুলাই থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত সফরসূচি এবং কর্মসূচির গোপন তথ্যও নাকি উদ্ধার হয়েছে তার কাছ থেকে। বর্ধমানের মাটি থেকে এমন চাঞ্চল্যকর পাক-যোগ ও নাশকতার ছক সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে তুঙ্গে উঠেছে শোরগোল। এই ঘটনায় তীব্র আক্রমণ শানিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তিনি সাফ জানিয়েছেন, বাম জমানায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল 'সেফ প্যাসেজ', আর তৃণমূল জমানায় তা হয়েছে 'সেফ হোম'। বর্ধমানে ধৃত ওই জইশ জঙ্গির গ্রেফতারি এবং মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করার মতো বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সেফ প্যাসেজ, আর তৃণমূল একে সেফ হোম বানিয়ে দিয়ে গেছে। তবে এখন আর বাবরের রাজত্ব নেই, সবাই ধরা পড়বে।' সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক অতীতে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে আইএসআইএস জঙ্গিদের গ্রেফতারি এবং ২৬ /১১ মুম্বই হামলার সঙ্গে কলকাতার মৌলালি কানেকশনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। অতীতে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে খুন করার চক্রান্তকারী জঙ্গিদের দিল্লি যাওয়ার পথে কলকাতা ও হাওড়ায় আশ্রয় নেওয়ার ইতিহাসও মনে করিয়ে দেন তিনি। বর্ধমান তবে কি জঙ্গিদের প্রধান আস্তানা হয়ে উঠছে?- এই প্রশ্নের উত্তরে শমীক বলেন, 'না বর্ধমান একা নয়। এর আগে, কোচবিহারকে সেন্টার করে কোভিডের সময় বিভিন্ন জায়গায় মডিউল ছড়িয়েছিল জঙ্গিরা। ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে বিষয়টি জানানোর পরেও তখন কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আজ সর্বত্র এরা ঢুকে পড়েছে, এমনকি ঝাড়খণ্ডেও প্রভাব বিস্তার করছে।' মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করার বিষয়ে শমীকের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এই জিহাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তিনি সংবিধানকে মেনে চলছেন। পার্টির সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি মেনে তিনি এদের উপড়ে ফেলতে চাইছেন। সুতরাং তিনি টার্গেট হবেনই-এটাই স্বাভাবিক। এরপরই শমীক অভিযোগ করেন, গত আটের দশক থেকে তারা বলে আসছেন যে পশ্চিমবঙ্গে একটি 'সাইলেন্ট ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন' বা নীরব জনবিন্যাস পরিবর্তন চলছে। ব্রুট ভোট ও রাজনৈতিক স্বার্থে মৌলবাদকে লালন-পালন করার কারণে জঙ্গিরা এক সময় মনে করতে শুরু করেছিল এই রাজ্যটা বুঝি তাদেরই। জঙ্গির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা, গয়না ও সম্পত্তির হদিস মেলার প্রসঙ্গে খোঁচা দিয়ে শমীক বলেন, ' তো সোনার খনি, মুখ্যমন্ত্রী এটাকে 'সোনার কেল্লা' বানিয়ে দিয়ে গেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে কিছু মানুষের যা উত্থান হয়েছে, তা ভারতের অন্যান্য মানুষের কাছে ঈর্ষাজনক। এগুলি তারই প্রমাণ। তবে এদের যুগ শেষ।''

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ বিএমএফ-০৩-০৮-এএমসি-শট_ব্লা, তারিখ ২৮.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বোগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্ট্রি, ৮৮/১ অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭ টেন্ডার নং বিএমএফ-০৩-০৮-এএমসি-শট_ব্লা-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** বিএমএফ/বিজিবি-র শট ব্লাস্টিং প্লান্টের ৩ বছরের এএমসি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৩৩,৯০,৩০৪.০২ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৬৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা :** ১২০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৩৬ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৬.০৮.২০২৬। (MISC-116/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৬৫-৬৮-২৬, তারিখ ৩০.০৭.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের নাম; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা- ৬৫-২৬, তারিখ ৩০.০৭.২০২৬;** (১) বোকারো স্টিল সিটি (বিকেএসসি) - আদ্রা ডিভিশনে বোকারো স্টেশনের বহির্দিকের ইয়ার্ডে আনুঃ ৭৫০ মিঃ ৩ লুপ লাইনের ব্যবস্থা; ৯,২৭,৫৭,৪৩৯.০৪ টাকা। (২) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৬৬-২৬, তারিখ ৩০.০৭.২০২৬;** আদ্রা ডিভিশনে বোকারো স্টিল সিটি, ভোজুডিহ ও মহুদা সেটেলমেন্টে ম্যাস্টিক ও বিটুমিনাস দ্বারা কলোনি ও সার্ভিস রাস্তার উন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধন; ২,৬০,০৯,৪৭০.৩০ টাকা। **(৩) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৬৭-২৬, তারিখ ৩০.০৭.২০২৬;** তুপকাডিহ (টিকেএক্স) - তুপকাডিহ স্টেশনে লাইন নং ৬-এর পাশে আনুঃ ৭৫০ মিটারের দুটি নতুন সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লাইনের ব্যবস্থা; ৮,৬৯,২১,২৬২.৯১ টাকা। **(৪) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৬৮-২৬, তারিখ ৩০.০৭.২০২৬;** (ক) ডিইএন/মধ্য/আদ্রার অধিক্ষেত্রাধীনে গ্যাং টুল রুমের নির্মাণ। (খ) আনারা - থ্রি ফেজ মোশন সিম্যুলেটরের শিক্ষানবীশদের বাসস্থানের জন্য বিদ্যমান হোস্টেল/নতুন বিল্ডিংয়ের সংস্কার/নির্মাণ। (গ) ডিইএন/মধ্য/আদ্রার অধিক্ষেত্রাধীনে পিডব্লুআই-ডিপোর নির্মাণ। (ঘ) আদ্রা ডিভিশনে বরাভূম, চান্ডিল, বাঁকুড়া ও আনারা, ০৪টি স্টেশনের ডিভিশনাল কন্ট্রোলের টয়লেট কমপ্লেক্সের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এবং এসএমআর চেম্বারের আধুনিকীকরণ; ৬,১০,৬৩,৯৮৬.৩৭ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-551)**

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 267/PWD/ROAD/BMC, Dated : 31/07/2026

(ii) NIT No. 268/PWD/ROAD/BMC, Dated : 31/07/2026

e-Tender has been invited for Construction of drain and improvement of road at different locations under **BMC**.

For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1035643_1 to 7 (ii) 2026_MAD_1035660_1 to 3]** in **www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board.

Last Date of Bid Submission :
(i) 15/08/2026 upto 3.00 p.m.
(ii) 22/08/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই, যুবসমাজকেই সামনে আনছে কেন্দ্র

রতন দে, দক্ষিন দিনাজপুর, ৩১ জুলাই ঃ মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইকে জনআন্দোলনের রূপ দিতে যুবসমাজকেই সামনে আনছে কেন্দ্র। আগামী ২ আগস্ট নেশা মুক্ত যুব ফর বিকসিত ভারত সংকল্প অভিযান এর সূচনায় দেশজুড়ে প্রায় ১০ হাজার কেন্দ্রে একযোগে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন এক কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণী। তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই দিন থেকে শুরু হবে ১০০ সপ্তাহব্যাপী দেশজুড়ে মাদকবিরোধী কর্মসূচি। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের মাই ভারত এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক যুব ক্লাব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ১২৫ টিরও বেশি সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই দেশজুড়ে নেওয়া হবে নেশা মুক্তি শপথ। এরপর প্রতি রবিবার পদযাত্রা খেলাধুলা ফিটনেস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পথনাটক ধ্যান এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদকবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাখা হবে। পাশাপাশি মাই ভারত পোর্টালে চলছেই শপথ অভিযান। জেলা স্তরে ইতিমধ্যেই লোকগান মূকাভিনয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র চিত্রাঙ্কন বিতর্ক ও স্লোগান রচনার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়ীরা অংশ নেবেন রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায়। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সচেতনতামূলক অধিবেশন কাউন্সেলিং গ্রামভিত্তিক নেশা মুক্ত সংকল্প সভা স্বাক্ষর অভিযান এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়া প্রতিষ্ঠান ও গ্রামকে স্বীকৃতি দেওয়ার কর্মসূচিও থাকছে। আগামী ১৪ আগস্ট নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল নেশা মুক্তি ইয়ুথ কনক্লেভ এর মাধ্যমে এই দেশব্যাপী অভিযানের সমাপ্তি হবে। সেখানে মাদকবিরোধী আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুরের মাই ভারত এর জেলা যুব আধিকারিক সৌরভ বর্মণ বলেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু মাদকবিরোধী প্রচার নয় যুবসমাজকে সুস্থ ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করা। জেলার প্রতিটি যুবক-যুবতীর সক্রিয় অংশগ্রহণই এই আন্দোলনের সাফল্যের চাবিকাঠি। মাদকমুক্ত যুবশক্তিই বিকসিত ভারতের সবচেয়ে বড় ভিত্তি।

বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস

মালিগাঁও, ৩১ জুলাই ঃ মানবিক সেবা ও জনকল্যাণের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের নিদর্শনস্বরূপ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের 'ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস'-এর সদস্যরা অসমের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণদের সহায়তার লক্ষ্যে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণের এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই অভিযানের অংশ হিসেবে, ২৭ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত মালিগাঁওস্থিত মুখ্য কার্যালয়ে বন্যা ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণের একটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার (পিসিপিও) ২৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিক ও কর্মচারী এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যদের উপস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এই প্রচেষ্টায় রেলওয়ের কর্মচারী ও সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বন্যাদুর্গত পরিবারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী উদারভাবে প্রদান করেন। ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহের অভিযান থেকে এগিয়ে গিয়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের 'ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস'-এর মরিয়নি জেলা শাখার সদস্যরা শিবসাগর ও যোরহাট জেলার বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। টিম বন্যার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছান এবং দুর্দশার শিকার জনসাধারণদের যথাসময়ে সহায়তা ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে ত্রাণসামগ্রী যেন প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছায়। এর মাধ্যমে স্কাউটস ও গাইডস মোভমেন্টের মূল আদর্শ-যেমন সেবা, সহানুভূতি এবং সমাজের প্রতি নিঃস্বার্থ সমর্পনের প্রতিফলন ঘটেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রয়োজনের সময় না কেবল তার যাত্রীদের, বরং প্রয়োজনে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনসাধারণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর এই পদক্ষেপটি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সম্মিলিত সেবার মানসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য করার সংস্থার মূলমন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে। এ ধরনের অর্থবহ মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের পাশে একজোট হয়ে আছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ, পুনর্বাসন ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছে।

গরু পাচারের অভিযোগে ধুবুলিয়ায় ধৃত ৪, উদ্ধার একাধিক গরু

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৩১ জুলাই ঃ গরু পাচারের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল ধুবুলিয়া থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে ধুবুলিয়া থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গরুবোঝাই একটি ম্যাটাডোর আটক করা হয়। গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ন'টি গরু। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুবুলিয়া থেকে ম্যাটাডোরে করে গরুগুলিকে মুর্শিদাবাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় পুলিশের অভিযানে গাড়িটি আটক হয়। ম্যাটাডোরে থাকা চারজনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় গরুগুলিকে। ধৃতদের মধ্যে তিনজন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা এলাকার বাসিন্দা এবং অপরজন ধুবুলিয়ার বটতলা এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গরুগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং মুর্শিদাবাদের কোথায় ও কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে কোনও পাচারচক্র জড়িত রয়েছে কি না, থাকলে তার সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার তরফে অবৈধ গরু পাচারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আজ অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে PIB ও CBC কলকাতার পক্ষ থেকে ১৯৯৩ ব্যাচের ভারতীয় তথ্য পরিষেবা (IIS)-র আধিকারিক তথা কলকাতা পি আইবি এবং সিবিসির মহানির্দেশক জেন নামচুকে আন্তরিক বিদায় জানানো হল।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ [অকশন পরিচালনকারী আধিকারিক] শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ** পার্ক-এসডিএএইচ-এইউজি-১। **অকশন শুরুঃ** ০৪.০৮.২০২৬ (বেলা ১টা)। **ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; আইআরইপিএস লট নং ও পার্কিং লটের অবস্থান** নিম্নরূপঃ (১); এএ/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-ডিবিটি-টিডব্লু-৬৯-২৬-১** ও দক্ষিণ বারাসাত। (২); এএ/২; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-টিডব্লু-১২-২৬-১** ও বাদকুল্লা। (৩); এএ/৩; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটি-টিডব্লু-২৩৬-২৬-১** ও বারাসাত। (৪); এএ/৪; **পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-৯৩-২৬-১** ও জগদ্দল। (৫); এএ/৭; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৪৬-২৬-১** ও কল্যাণী। (৬); এএ/৬; **পার্কিং-এসডিএএইচ-সিকিউআর-টিডব্লু-২৩৭-২৬-১** ও চম্পাপুকুর। (৭); এএ/৫; **পার্কিং-এসডিএএইচ- এনএআই-টিডব্লু-৪০৩-২৬-১** ও নৈহাটী। (৮); এএ/৮; **পার্কিং-এসডিএএইচ- এসএসপি-টিডব্লু-২০৩-২৬-১** ও সন্তোষপুর। (৯); এএ/৯; **পার্কিং-এসডিএএইচ- ডিটিকে-টিডব্লু-২৮৪-২৬-১** ও দত্তপুকুর। (১০); এএ/১০; **পার্কিং-এসডিএএইচ- এইচবি-টিডব্লু-৪২৪-২৬-১** ও হাবরা। (১১); এএ/১১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-৩০-২৬-১** ও ব্যারাকপুর। (১২); এএ/১২; **পার্কিং-এসডিএএইচ- এনএআই-টিডব্লু-৪০৬-২৬-১** ও নৈহাটী। (১৩); এএ/১৩; **পার্কিং-এসডিএএইচ- সিজি-টিডব্লু-৪১৯-২৬-১** ও ক্যানিং। (১৪); এএ/১৪; **পার্কিং-এসডিএএইচ- এজি-টিডব্লু-৫-২৬-১** ও আড়ংঘাটা। (১৫); এবি/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওএএ-পিসিসিভি-৩৯২-২৬-১** ও কলকাতা।

অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ পার্ক-এইউজি-০২। **অকশন শুরুঃ** ১০.০৮.২০২৬ (বেলা ১টা)। **ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; আইআরইপিএস লট নং ও পার্কিং লটের অবস্থান** নিম্নরূপঃ (১); এএ/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৪২৬-২৬-১** ও কোমাগাতা মারু বজবজ। (২); এএ/২; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৪২৫-২৬-১** ও কোমাগাতা মারু বজবজ।

অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ পার্ক-এইউজি-২৬-৩। **অকশন শুরুঃ** ১৩.০৮.২০২৬ (বেলা ১টা)। **ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; আইআরইপিএস লট নং ও পার্কিং লটের অবস্থান** নিম্নরূপঃ (১); এএ/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-৩৮৫-২৬-৩** ও কল্যাণী। (২); এএ/২; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৪১০-২৬-২** ও কোমাগাতা মারু বজবজ। (৩); এএ/৩; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৪১১-২৬-২** ও কোমাগাতা মারু বজবজ। (৪); এএ/৪; **পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-৯০-২৫-১** ও ইছাপুর। (৫); এএ/৫; **পার্কিং-এসডিএএইচ-এসএনআর-টিডব্লু-৪২০-২৬-২** ও শ্যামনগর। (৬); এএ/৬; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিআরজে-টিডব্লু-৪১-২৫-১** ও ব্রেস ব্রিজ। (৭); এএ/৭; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিকিউজি-টিডব্লু-৩০৭-২৩-২** ও ভগবানগোলা। (৮); এএ/৮; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিআরজে-টিডব্লু-৪২-২৫-১** ও ব্রেস ব্রিজ। (৯); এএ/৯; **পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-২৮১-২৩-২** ও ইছাপুর। (১০); এএ/১০; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৫৬-২৬-১** ও বগুলা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(SDAH-159/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়েতে নতুন যানবাহন যুক্ত করে রেল সুরক্ষা বাহিনীর বহরকে শক্তিশালী করা হলো

কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ রেলওয়ে নিরাপত্তাকে আরও সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে, আজ কলকাতার ফেয়ার্লি প্লেসে অবস্থিত পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক ফ্ল্যাগ-অফ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) বহরে দশটি নতুন রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল এবং একটি নিরাপত্তা পরিবহন বাস যুক্ত করা হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর আনুষ্ঠানিকভাবে এই যানবাহনগুলির যাত্রার সূচনা করেন। রেলওয়ে নেটওয়ার্কজুড়ে আরপিএফ-এর অপারেশনাল ক্ষমতা, গতিশীলতা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর কৌশল উন্নত করার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নবসংযুক্ত মোটরসাইকেল এবং নিরাপত্তা পরিবহন বাসটি বাহিনীর টহলদারি দক্ষতা, জরুরি প্রতিক্রিয়া, অপরাধ দমন এবং নজরদারি ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। এই সংযোজনগুলির ফলে আরপিএফ কর্মীরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনায় আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে সাড়া দিতে পারবে এবং একই সাথে রেল যাত্রী ও রেল সম্পত্তির আরও ভালো সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। পূর্ব রেলের আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার এ. এন. সিনহা, প্রিন্সিপাল হেডস অফ ডিপার্টমেন্টস, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য কর্মীদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানটি পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তা পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত ও যাত্রীবান্ধব রেল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রেল সুরক্ষা বাহিনীকে উন্নত গতিশীলতা ও সম্পদে সজ্জিত করার অব্যাহত প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি তাঁর মন্তব্যে বলেন, এই নতুন যানবাহনগুলির সংযোজন রেল সুরক্ষা বাহিনীর অপারেশনাল প্রস্তুতিকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে এবং যাত্রী ও রেলওয়ের সম্পদগুলির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।

স্টেবল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২/৫, শরৎ বোস রোড ফ্ল্যাট নং. ৮এ, ৮ম তল, কলকাতা-৭০০০২০
সিআইএন নংঃ এল২৭২০৪ডব্লুবি১৯৭৯পিএলসি০৩২২১৫
ইমেলঃ www.stabletrading.in, ওয়েবসাইটঃ secretarial@stabletrading.in

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে ইপিএস ব্যতীত)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
	৩০-০৬-২৬ অনিরীক্ষিত	৩১-০৩-২৬ নিরীক্ষিত	৩০-০৬-২৫ অনিরীক্ষিত	৩১-০৩-২৬ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয়	৬৫.৬৬	১২১.৪০	৪০.৬৭	২,৬৬৫.১০
সময়ের নিট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ-পূর্ববর্তী)	(১৩.৫৩)	৪৪.৮৬	(৩.০৯)	২,৫০১.০৯
কর-পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(১৩.৫৩)	৪৪.৮৬	(৩.০৯)	২,৫০১.০৯
কর-পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(২০.৭৮)	৩৪.৩৯	(৩.০৯)	১,৮৬৭.৩৬
সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো আলোচ্য সময়ের মুনাফা/(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী))	১০,১১৫.৩২	(৩,৫৩০.১৩)	১১,৩৪৬.৩৬	(৩৩,২৩৮.৪৬)
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০/- টাকা)	২২২.৩৫	২২২.৩৫	২২২.৩৫	২২২.৩৫
অন্যান্য ইকুইটি				১৩৪,৭১৪.৯২
নিট মুনাফার ওপর শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়) - মৌলিক ও মিশ্র	(০.৯৩)	১.৫৫	(০.১৪)	৮৩.৯৮

মন্তব্যঃ
১. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩ এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (Ind AS) অনুসারে এই আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
২. উপরিউক্ত তথ্যটি এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.stabletrading.in-এ পাওয়া যাবে।

স্টেবল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আনন্দ গর্গ
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৭২৫৬০৬৩

স্থানঃ গুরুগ্রাম
তারিখঃ জুলাই ৩১, ২০২৬

South Dum Dum Municipality

Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender Notice No. 99 **Tender Notice Date: 31/7/2026**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 99/7/2026-2027(Water Works) dated 31/07/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. Last date of E-Submission: 17/8/2026. Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Sd/- Executive Officer
South Dum Dum Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICR

At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.

Memo. No. 2322/PO/JLD-II **Dated: 31/07/2026**

Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-Quotation as follows: NIQ No.-02(e)/BDO/JLD-II/2026-27(2nd call) dt.31.07.2026, for 09 no. scheme **(Tender ID 2026_DM_5017742_1 to 2026_DM_5017742_9)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 10.08.2026 up to 2-00 pm respectively. Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda II Development Block

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৭২, তারিখ : ৩০.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৭৬। কাজের নাম:** (i) এএইএন/বিডিসি-র অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৪১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (ii) এএইএন/বিডিসি-র অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৩০-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (iii) এএইএন/বিডিসি-র অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৬-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (iv) এএইএন/বিডিসি-র অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৩৫-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (v) এএইএন/বিডিসি-র অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৪০-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪৬,৩৪,২২২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৯২,৭০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৩৩-আর১। কাজের নাম:** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে আরপিএইচ (৪টি) ও এনএইচটি (১টি)-তে পাইপলাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ. ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪১,৮৫,৪৩৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৮৩,৭০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬০৬-আর। কাজের নাম:** ওয়াশিং/সিক লাইনে এলএইচবি কোচ রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে লিলুয়া সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সে বিদ্যমান ৭৫০ ভোল্টের বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ ক্ষমতা বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৪১,৪০,১৩৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ২,৮২,৮০০ টাকা। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৩০। কাজের নাম:** অমৃত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ শাখায় টিএকে-তে বিদ্যমান স্টেশন ভবনের সম্প্রসারিত অংশের (গ্রাউন্ড ফ্লোর), স্টেশন ভবন ও তীর্থযাত্রীদের জন্য শেডের মধ্যে সংযোগকারী গম্বুজ কাঠামোর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা তৎসহ বিদ্যমান স্টেশন ভবনের পর্শ সহ সম্মুখভাগের উন্নয়ন, বুকিং কার্যালয়, টয়লেট ও স্টেশন ভবনের ওয়েটিং হলের অভ্যন্তরীন উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪৮,৩৪,৯০৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৯৬,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮০ দিন প্রতিটির জন্য। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে।টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-245/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Dhanyaghori SKUS Ltd

Regn. No.- 59 H.G, Date: 21.10.65
Vill-Dhanyaghori, P.O-Bandar, P.S-Khanakul
Dist-Hooghly

NOTICE

It is here by informed to all the members of this society icw BOD election-2026 voters list will be published as per following schedule.

1. Draft voters list: 01.08.2026 notice board of the Society, G.P & P.O.
2. Submission of claims and Objections: 01.08.26 to10.08.26 on any working days from 11 am to 3 pm at society office.
3. Hearing of claims and objections: 12.08.26 from 11 am to 3 pm at society office.
4. Final voters list: 14.08.26 at society notice board.

Date: 31.07.26

Sd/- Asst. Returning Officer
Dhanyaghori SKUS Ltd.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply)/N, KMC** invites e-Tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/03/28
Name of Work: **Maintenance of filter water service connections and allied works at different areas in Ward No.-03.** Estimated cost: ₹ **1,94,716.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/02/27
Name of Work: **Maintenance of filter water service connections and allied works at different areas in Ward No.-02.** Estimated cost: ₹ **1,93,519.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **60 days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/06/26
Name of Work: **Maintenance of filter water service connections and allied works at different areas in Ward No.-06.** Estimated cost: ₹ **1,94,598.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **60 days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/04/25
Name of Work: **Development of FW supply by MS Jacketing of 300 MM dia FW CI Main and ancillary work at 26/31, Dumdum Road in Ward No.-04.** Estimated cost: ₹ **2,72,011.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Time of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of Bid: **11.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The tender will be opened on: **13.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/10/22
Name of Work: **Repairing and restoration of FW & UFW supply main pipe by cut & flush, changing of defective S.V and allied works at different places in Ward No.-10.** Estimated cost: ₹ **1,90,480.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **45 days.**

(6) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/20/24
Name of Work: **Maintenance of F.W & U.F.W supply by cut & flush, S.V repair and allied works at different location in Ward No.-20.** Estimated cost: ₹ **1,86,187.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **45 days.**

(7) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/07/23
Name of Work: **Maintenance of F.W supply service main pipe by leak repairing, changing of defective S.V, changing of G.I service pipe of Stand post, Urinal and allied works at different places in Ward No.-07.** Estimated cost: ₹ **1,75,560.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **14.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 5 to 7). The tender will be opened on: **17.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 5 to 7).

(8) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/05/31
Name of Work: **Maintenance of filter water service connections and allied works at different areas in Ward No.-05.** Estimated cost: ₹ **1,93,552.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **60 days.**

(9) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/01/30
Name of Work: **Maintenance of filter water service connections and allied works at different areas in Ward No.-01.** Estimated cost: ₹ **1,94,804.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **60 days.**

(10) NIT No.: KMC/WS/N/26-27/04/29
Name of Work: **Maintenance of filter water service connections and allied works at different areas in Ward No.-04.** Estimated cost: ₹ **1,94,160.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 8 to 10). The tender will be opened on: **19.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 8 to 10). The bid forms and other details are available on and from **03.08.2026 after 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4), **04.08.2026 after 2 p.m.** (For Sl. No. 5 to 7) & **05.08.2026 after 2 p.m.** (For Sl. No. 8 to 10). The website: **https:// wbetenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 10).

The **Director General (Water Supply), KMC** invites e-Tender for the following work:

NIT No.: KMC/WS/West/W68/T-01/2026-27
Name of Work: **Maintenance of Exst damaged, obstructed F.W. S/Mains along with other allied works near 2/3, 71/B, Ekdalia Road; 110, Ballygunge Gardens; 102/C, 78 Ballygunge Place; 22/5, 21/1C, 4/28, 9/3B, Fern Road and other different places in Ward No.-68.** Estimated Amount: ₹ **2,92,224.00**. Earnest Money: ₹ **5,900.00**. Period of Completion: **25 days**. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **14.08.2026 at 12.30 p.m./17.08.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites : **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No.: SWM-II/DH/03/2026-27, Tender ID : 2026_ KMC_1032881_1, published in this Newspaper on **20.07.2026** (Key No. 243/26-27) of **SWM-II/Department.** Last date and time of submission of Bid will be read as **08.08.2026 upto 1 p.m.** instead of 28.07.2026 upto 1 p.m. **(293/26-27)**

বিশ্বফুটবলে নক্ষত্রপতন

৬৬ বছর বয়সে প্রয়াত ফ্রাঙ্কো বারেসি

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ৩১ জুলাইঃ বিশ্বফুটবলে একটি যুগের অবসান। প্রয়াত কিংবদন্তি ডিফেন্ডার ফ্রাঙ্কো বারেসি। বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। সম্প্রতি ফুসফুসের একটি নোডিউলের অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। দীর্ঘ অসুস্থতার পর চূড়ান্ত লড়াইয়ে হার মানলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার। চরম শত্রুরাও যাঁর পারফরম্যান্স ও সহবতকে সমীহ করত। বারেসির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ এসি মিলান। প্রকাশিত বিবৃতিতে লেখা, 'ফ্রাঙ্কোর বিদায়ে এসি মিলানের ইতিহাস আজ কাঁদছে। তাঁর আদর্শ এবং প্রভাব ক্লাবের ডিএনএ-র অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে। ৬ নম্বর জার্সির মতোই তা চিরন্তন।' মিলানের হয়ে ৭১৯টি ম্যাচ। ছ'টি লিগ খেতাব। তিনটি ইউরোপিয়ান কাপ বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ইতালির জাতীয় দলের হয়ে ৮১টি ম্যাচ।

১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ জয়। পরিসংখ্যানই বলে দেয় বারেসির বিশালত্ব। সম্প্রতি মিলান-কোর্টিনা ২০২৬ শীতকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মশাল হাতেও দেখা যায় তাঁকে। শৈশবেই বিস্তর বাধার মুখে পড়েন বারেসি। ১৪ বছর বয়সে অনাথ। ১৯৭৪ সালে এসি মিলানে পা রাখা। দাদা বেপ্পে যোগ দেন ইন্টারে। ফ্রাঙ্কোও জন্মগতভাবে যার সমর্থক। কিন্তু শারীরিক গড়ন রোগা হওয়ায় ইন্টার বাতিল করে দেয়। কিন্তু মিলানের স্কাউট ইটালো গালবিয়াতি ভুল করেননি। বারেসির প্রতিভা চিনে নেন। নিখুঁত বল কন্ট্রোল আর ট্যাকল। মাসিওর মারিকোন্তি নাম দেন 'পিচিনিন'। মিলানিজ উপভাষায় যার অর্থ 'ছোট্ট মানুষ'। এই তকমাই পরে তাঁর ট্রেডমার্ক হয়ে দাঁড়ায়। ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৮। সেরি আ অভিষেক। নিলস লিডহোমের কোচিংয়ে। পরের মরশুমেই লিগ জয়। কিংবদন্তি জিয়ানি রিভেরা তাঁর প্রতিভা আগেই চিনেছিলেন। ১৯৮৬ সালে সিলভিও বার্লুসকোনি দায়িত্ব নেন। ১৯৮৭-তে আসেন কোচ আরিগো সাচ্চি। গুলিট, ভ্যান বাস্তেন, রাইকার্ডদের নিয়ে তৈরি দল। ইউরোপের মাটিতে একাধিপত্য। বারেসি সেই মিলান টিমের মেরুদণ্ড। পরবর্তীতে ফ্যাবিও ক্যাপেলোর আমলেও সাফল্য অব্যাহত থাকে। ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন বারেসি। কিন্তু পরে সাচ্চির অনুরোধে ফিরে আসেন। '৯৪ বিশ্বকাপে দেশকে ফাইনালে তোলেন।

'আমাকে না জানিয়েই সিদ্ধান্ত'

জার্সির রং বদল বিতর্কে হাস্যকর অভিযোগ হকি ইন্ডিয়া সভাপতির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাইঃ ভারতীয় হকি দলের জার্সির রং পরিবর্তন ঘিরে বিতর্ক আরও গভীর হলো। হকি বিশ্বকাপের আগে ঐতিহ্যবাহী নীল জার্সির বদলে গেরুয়া রঙের জার্সি আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে এ বার সরব হলেন হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে। তাঁর দাবি, এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তাঁকে বা হকি ইন্ডিয়ার কার্যনির্বাহী বোর্ডকে আগে কিছু জানানো হয়নি। শুক্রবার হকি ইন্ডিয়ার কার্যনির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের কাছে পাঠানো একটি ইমেলে দিলীপ তিরকে জানান, ভারতীয় দলের জার্সির রং বদলের সিদ্ধান্ত তাঁর অজান্তে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি কার্যনির্বাহী বোর্ডেও আলোচনা করা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। ইমেলে তিরকে লেখেন, 'ভারতীয় জাতীয় দলের জার্সির রং পরিবর্তনের বিষয়টি আপনাদের নজরে আনতে চাই। আমার মতে, এই সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী বোর্ডে আলোচনা ছাড়াই এবং আমাকে না

জানিয়েই নেওয়া ও কার্যকর করা হয়েছে।' পাশাপাশি হকি ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কমান্ডার আরকে শ্রীবাস্তবকে তিনি নির্দেশ দেন, জার্সি পরিবর্তনের অনুমোদন কে দিয়েছেন, কারা এই সিদ্ধান্তে যুক্ত ছিলেন এবং কেন সভাপতি বা বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি- তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সব সদস্যের কাছে পাঠাতে হবে। সম্প্রতি আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলের পরিচিত নীল জার্সির পরিবর্তে মূলত গেরুয়া রঙের জার্সি প্রকাশ করা হয়েছে। এর পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে হকি ইন্ডিয়ার দাবি, এটি সম্পূর্ণ ভাবে খেলার প্রয়োজন ও জার্সির নকশা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। রঙ নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই বলেও স্পষ্ট করেছেন তিরকে। তিনি বলেন, 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত, যা জাতীয় দলের পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে জড়িত, তা কার্যকর করার আগে নির্বাচিত নেতৃত্ব ও কার্যনির্বাহী বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।' তিরকে আরও জানান, বিতর্কের পর তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন যে এটি 'সম্পূর্ণ ভাবে ক্রীড়াসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত', যাতে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি থেকে দলের মনোযোগ সরে না যায়। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে ওড়িশা সরকারও তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে। তাঁর মতে, এই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে জাতীয় দলকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। এমনিতেই গত কয়েক মাস ধরে প্রশাসনিক নানা বিতর্কে জড়িয়ে রয়েছে হকি ইন্ডিয়া। একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। ফলে জার্সির রং পরিবর্তনের বিতর্ক এখন শুধু জার্সি নিয়েই সীমাবদ্ধ নেই। প্রশ্ন উঠছে, হকি ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আদৌ সঠিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মানা হয়েছে কি না।

৯৬টি দেশ বিপক্ষে ফিফা বলল, 'কেউ ফুটবল বিক্রি করছে না'

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ৩১ জুলাইঃ বিশ্বকাপসহ নিজেদের টুর্নামেন্টগুলোর শেয়ার বা মালিকানা বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে ফিফার বিক্রি করার পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা আজ বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এ বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। ফিফার এ প্রস্তাবের প্রতিবাদে সংস্থাটির অধীনে থাকা ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার ৫৫টি সদস্যদেশ (অ্যাসোসিয়েশন) গত বৃহস্পতিবার একযোগে ভোট দিয়ে বিশ্বকাপ বর্জনের হুমকি দিয়েছে। উত্তর ও মধ্য আমেরিকার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনক্যাকাফও জানিয়েছে, তাদের ৪১টি সদস্যদেশ এ পরিকল্পনা একবাক্যে 'প্রত্যাখ্যান' করেছে। এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেওয়া বিবৃতিতে ফিফার পক্ষ থেকে বলা হয়, 'সংবাদমাধ্যমের কিছু ভুল প্রতিবেদনের কারণে আমাদের পূর্বপরিকল্পিত আলোচনা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে তথ্য ও সত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি সদস্য অ্যাসোসিয়েশন যেন তাদের মতামত বা ভোট প্রদান করতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই আমরা এ আলোচনাপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাব।' ফিফার বিবৃতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করা হয়, 'কেউ ফুটবল বিক্রি করছে না। ফিফা এমন চিন্তাভাবনা কখনো প্রশ্রয় দেবে না।' বিশ্বকাপসহ বড় টুর্নামেন্টগুলো পরিচালনার জন্য 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ' (এফএফই) নামে একটি আলাদা বাণিজ্যিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে চায় ফিফা। আর সেই নতুন প্রতিষ্ঠানেই বহিরাগত বা তৃতীয় পক্ষকে শেয়ার কেনার সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফিফার মোট ২১১টি সদস্যদেশের ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়বে, যেখানে প্রস্তাবটি পাস করতে সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর অন্তত ১০৬টি ভোটের সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু ইতিমধ্যে উয়েফা ও কনক্যাকাফ মিলিয়ে যৌথভাবে ৯৬টি দেশের অ্যাসোসিয়েশন এ প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আজ সকালে ফিফার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'জনসমক্ষে উঠে আসা বিভিন্ন পরামর্শ, মতামত ও উদ্বেগকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। একটি উন্মুক্ত

ও গণতান্ত্রিক আলোচনার প্রতি আমাদের যে প্রতিশ্রুতি, আমরা তা পুনর্ব্যক্ত করছি।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'প্রতিটি সদস্যদেশ যেন নিজ নিজ অঞ্চলে ফুটবলের বড় বাণিজ্যিক সুযোগগুলোর অংশীদার হতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই কেবল এফএফই গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ফিফা কিংবা ফুটবলের নিজস্ব চেতনা ও পরিচালনানীতিতে কোনো আঘাত আসবে না।' ফিফার মোদ্দা দাবি, ফুটবলে আরও বেশি অর্থ আনাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। প্রস্তাব পাশ করাতে সদস্য দেশগুলোকে বড় অঙ্কের আর্থিক প্রলোভনও দেখানো হয়েছে। মূল বক্তব্য, প্রস্তাবে রাজি হলে আগামী চার বছরে প্রতিটি সদস্য দেশ ৪ কোটি ডলার পাবে। আর রাজি না হলেও মিলবে অন্তত ২ কোটি ডলার। সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপের আকাশছোঁয়া টিকিট মূল্য, খেলার মধ্যে বিজ্ঞাপনী বিরতি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপে লাল কার্ড বাতিলের মতো নানা ঘটনার পর ফিফা সভাপতির ভূমিকা এমনিতেই প্রশ্নের মুখে। এবার তিন মহাদেশ একজোট হওয়ায় ইনফান্তিনো ঠিক কী পদক্ষেপ নেন, সেটাই এখন দেখার।

গ্লাসগোয় রেকর্ড গড়ে রুপো জিতলেন লভপ্রীত, ডিসকাসে ব্রোঞ্জ সীমার!

সংবাদ সংস্থা, গ্লাসগো, ৩১ জুলাইঃ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের আরও এক ঘটনাবহুল দিন। ভারতের ঝুলিতে এল জোড়া পদক। পুরুষদের ভারোত্তোলনে রুপো জিতলেন লভপ্রীত সিং। মেয়েদের ডিসকাস থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ পেলেন সীমা কলিরামনা। নিজের কেরিয়ারের সেরা পারফরম্যান্স ফস্কে যায় ভারতীয় তারকার। মেয়েদের ৮৬ কেজির বেশি বিভাগে লড়াই করেও চতুর্থ স্থানে শেষ করেন ১৮ বছরের তরুণী মার্টিনা দেবী। তাঁর মোট তোলা ওজন ২৪৫ কেজি। সব মিলিয়ে গ্লাসগোয় ভারোত্তোলন অভিযান দারুণভাবে শেষ করল ভারত। সাকুল্যে ঝুলিতে এল ৮টি পদক। এর মধ্যে রয়েছে মিটারের গণ্ডি? পারলেন না তিনি। আর তাতেই গ্লাসগোয় লেখা হল এক নতুন ইতিহাস। এদিনের মেগা ফাইনালে সীমার পারফরম্যান্স কিন্তু নিখুঁত ছিল না। শুরুতে ধাক্কা। প্রথম থ্রোয়েই ফাউল। ডিসকাস সোজা গিয়ে লাগে জালে। অন্যদিকে, ভারতের আরেক থ্রোয়ার নিধি রানি দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ভালো থ্রো করে নিজের রেকর্ড আর উন্নত করতে পারেননি। অন্যদিকে জ্যামাইকার সামান্থা হল ৬১.৬৬ মিটার ছুড়ে অনায়াসে সোনা নিশ্চিত করেন। কানাডার জুলিয়া টুক্স ৬০.৬৭ মিটার থ্রো করে জেতেন রুপো। ব্রোঞ্জের জন্য লড়াই ছিল ক্যামেরুনের আটিমের সঙ্গে। কিন্তু শেষ থ্রোয়ে তিনি সীমার রেকর্ড

লভপ্রীত সিংয়ের। ১১০ কেজির বেশি ওজনের বিভাগে মোট ৩৮৮ কেজি তুলে রুপো নিশ্চিত করেন তিনি। স্ন্যাচে ১৭৬ কেজি তুলে কমনওয়েলথ গেমসের রেকর্ডও গড়েন এই অ্যাথলিট। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে তোলেন ২১২ কেজি। নিউজিল্যান্ডের ডেভিড অ্যান্ড্রু লিটি ৩৮৯ কেজি তুলে সোনা জেতেন। মাত্র এক কেজির ব্যবধানে সোনা ১টি সোনা, ৬টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ। মীরাবাঈ চানুর একমাত্র সোনার পাশাপাশি তরুণদের এই পারফরম্যান্স ভারতের জন্য যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। অন্যদিকে পরপর তিনটি থ্রো ফাউল। হাতে আর কোনও সুযোগ নেই। গ্যালারিতে তখন রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। ক্যামেরুনের প্রতিযোগী মোনি নোরা আটিম কি ছাপিয়ে যাবেন ৫৮.৬৫ সাময়িকভাবে ব্রোঞ্জ পদকের স্থানে পৌঁছে যান। এরপরই ঘুরে দাঁড়ানো। দ্বিতীয় থ্রোয়ে সীমা ৫৭.৩২ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। তৃতীয় প্রচেষ্টায় আসে সেই ম্যাজিক ফিগার। ৫৮.৬৫ মিটার! এই একটি থ্রো-ই তাঁকে পদকমঞ্চে পৌঁছে দেয়। শেষের রাউন্ডগুলো ছিল চরম স্নায়ুচাপের লড়াই। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রচেষ্টায় পরপর ফাউল করেন সীমা। ভাঙতে ব্যর্থ হন। ফলে ব্রোঞ্জ পদক পকেটে ঝুলিতে আসে ভারতের। ফাইনালে ভারতের দু'জন অ্যাথলিট পদকের লড়াইয়ে ছিলেন। নিধি রানি প্রথম থ্রোয়ে ৫৩.১৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। এরপর উন্নতি করে ৫৫.৬৭ মিটার এবং ৫৭.১০ মিটারে পৌঁছন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থানে থেকেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। অল্পের জন্য হাতছাড়া হয় মেডেল।

টানা দ্বিতীয়বার বিশ্ব জুনিয়র টিম স্কোয়াশে ব্রোঞ্জ ভারতের

সংবাদ সংস্থা, ওন্টারিও, ৩১ জুলাইঃ সেমিফাইনালের গণ্ডি আর পেরনো হল না। তবু ইতিহাস গড়ল ভারতীয় জুনিয়র পুরুষ স্কোয়াশ দল। বিশ্ব জুনিয়র টিম স্কোয়াশ

চ্যাম্পিয়নশিপে আমেরিকার কাছে ০-২ ব্যবধানে হেরে টানা দ্বিতীয়বার ব্রোঞ্জ পদক জিতল ভারত। এই প্রথম এই প্রতিযোগিতায় টানা দু'বার পদক জয়ের নজির গড়ল ভারতীয় দল। প্রথম ম্যাচেই লড়াই জমিয়ে তুলেছিল গুরবীর সিং। কিন্তু মার্কিন খেলোয়াড় ব্রেন্ডন ট্যাগলিয়ারিনির কাছে ৭-১১, ১২-১০, ৯-১১, ৭-১১ ব্যবধানে হার মানতে হয় তাকে। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় আর্যবীর দেওয়ানও ইয়াসিন শালাবির বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ৫-১১, ৭-১১, ৫-১১ ফলে জিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফাইনালে নিয়ে যায় শালাবি।

প্রিমিয়ার লিগে নতুন সমীকরণ, ৪ কারণে বদলে যাচ্ছে শিরোপার হিসাব-নিকেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পরিচিত শব্দগুলোর একটি 'বিগ সিক্স'। শীর্ষ ছয় দল বোঝাতেই এ দুটি শব্দের ব্যবহার। কিন্তু নামটা যতই ছয় দলের হোক, গত কয়েক মরসুমে শিরোপার লড়াই ঘুরপাক খেয়েছে মূলত দুই-তিন দলের মধ্যে। পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কখনো লিভারপুল, কখনো আর্সেনাল। অন্যদিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি ও টটেনহাম ব্যস্ত ছিল নিজেদের সংকট সামলাতে। তবে ২০২৬-২৭ মরসুমের আগে বদলে যাচ্ছে পুরোনো সমীকরণ। চেলসি ও টটেনহাম দলবদলে রেকর্ড গড়েছে, সিটি ও লিভারপুলে এসেছেন নতুন কোচ আর চ্যাম্পিয়ন আর্সেনালকে মরসুম শুরু করতে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এক খেলোয়াড়কে ছাড়া। সব মিলিয়ে বহুদিন পর প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইটা আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্মুক্ত মনে হচ্ছে। ২০২৬-২৭ মরসুমের প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা লড়াইয়ে কেন তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যেতে পারে, তার চারটি কারণ খুঁজে বের করেছে বিবিসি স্পোর্টস।

১. নতুন কোচ, নতুন প্রত্যাশা

প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ ৯ মরসুমে ছয়বারই চ্যাম্পিয়নস ম্যানচেস্টার সিটি। এমন দলকে ফেবারিট দৌড়ে রাখতেই হয়। তবে সিটি এবার তাদের ইতিহাসের সেরা কোচ পেপ গার্দিওলাকে ছাড়াই মাঠে নামছে। ৫৫ বছর বয়সী এই কোচ ১০ বছরে ১৭টি প্রথম সারির ট্রফি জিতে গত মরসুম শেষে সিটি ছেড়েছেন। তাঁর জায়গায় ক্লাবের প্রাক্তন সহকারী কোচ এনজো মারেসকাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত জানুয়ারিতে চেলসির কোচের পদ ছাড়ার পর থেকে মারেসকা কোনো দলের দায়িত্বে ছিলেন না। এদিকে চেলসিও তাদের নতুন কোচ খুঁজে নিয়েছে। জানুয়ারিতে মারেসকার জায়গায় লিয়াম রোজেনিওরকে এনেছিল ব্লুজরা। তবে মরসুম শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। বর্তমানে লিভারপুলের প্রাক্তন ফুটবলার জাবি আলোনসো রয়েছেন চেলসির দায়িত্বে। আলোনসো দুই বছর আগে বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে অপরাজিত থেকে বুন্দেসলিগা জিতেছিলেন। তবে গত মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদে তাঁর সময়টা খুব একটা ভালো কাটেনি। অনেকেই ভেবেছিলেন, তিনি ২০২৪-২৫ মরসুমে লিভারপুলকে শিরোপা জেতানো আর্ন স্লটের স্থলাভিষিক্ত হবেন কিন্তু লিভারপুল দায়িত্ব দিয়েছে আন্দনি ইরাওলাকে। গত মরসুমে ষষ্ঠ হওয়া বোর্নমাউথের কোচ ছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে তিনটি বড় ক্লাব মাঠে নামছে নতুন তিনজন কোচের অধীন। এ ছাড়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাইকেল ক্যারিক এবং টটেনহামের রবার্তো দি জেরবিকেও নতুনই বলা যায়। দুজনই গত মরসুমের মাঝপথে দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে, বিগ সিক্সের পাঁচটি ক্লাবেই গত মরসুমের শুরুর কোচ নেই। শুধু ২০১৯ সালে আর্সেনালের দায়িত্ব নেওয়া মিকেল আরতেতাই এখনো বহাল আছেন।

২. সালিবার অনুপস্থিতি কি আর্সেনালকে ভোগাবে

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এবং একজন অভিজ্ঞ কোচ থাকায় প্রিমিয়ার লিগ জয়ের দৌড়ে আর্সেনালই এখন সবচেয়ে এগিয়ে। তবে গানারদের একজন মূল খেলোয়াড়ের দীর্ঘমেয়াদি ইনজুরি আর্সেনালের টানা দ্বিতীয় ট্রফি জয়ের স্বপ্নে বাধা হতে পারে। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ খেলার সময় পিঠে চোট পাওয়ায় ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকবেন। ২৫ বছর বয়সী সালিবা গত মরসুমে আর্সেনালের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫০টি ম্যাচ খেলেছেন। সতীর্থ গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে তাঁর দুর্দান্ত রক্ষণভাগের জুটির কারণেই পুরো টুর্নামেন্টে আর্সেনাল সবচেয়ে কম গোল হজম করেছিল। এখন শিরোপা ধরে রাখার মরসুমের শুরুতেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ছে দলটি, প্রথম তিনটি ম্যাচের দুটিতেই প্রতিপক্ষ অ্যাস্টন ভিলা ও চেলসি। পরিসংখ্যানও সালিবার গুরুত্বই বোঝায়। ২০২২ সালে অভিষেকের পর তাঁকে নিয়ে খেলা (মূল একাদশে) ১৩১ ম্যাচের ৬৮.৭ শতাংশ জিতেছে আর্সেনাল। অথচ তিনি না থাকা ২১ ম্যাচে জয়ের বিপরীতে হার ৪৭.৬ শতাংশ। ফলে মরসুমের শুরুতেই তাঁর অনুপস্থিতি আরতেতার জন্য বড় পরীক্ষা হতে পারে।

৩. ইউরোপের বাড়তি চাপ, কার জন্য সুবিধা

গত মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলেছিল মাত্র ৪০টি ম্যাচ, যা ১৯১৪-১৫ মরসুমের পর তাদের সর্বনিম্ন। তুলনায় চেলসি খেলেছে ৫৯টি, টটেনহাম ৫২টি ম্যাচ। ইউনাইটেড লিগ শেষ করেছিল তৃতীয় হয়ে। অন্যদিকে চেলসি দশম আর টটেনহাম ১৭তম। বেশি ম্যাচ খেললেই যে সফলতা কম আসবে, তা নয়। যেমন আর্সেনাল প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে, আবার চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লিগ কাপের ফাইনালেও খেলেছে। তবে কম ম্যাচেরও কিছু বাড়তি সুবিধা থাকে। খেলোয়াড়দের বিশ্রামের সময় বাড়ে, একাদশে কম পরিবর্তন আনতে হয়, ইনজুরির ঝুঁকিও কমে। টটেনহামের গত মরসুমই বড় উদাহরণ। মরসুমজুড়ে ২৭ জন খেলোয়াড় চোটে পড়েছিলেন। এবার অবশ্য চেলসি ও টটেনহাম ইউরোপের কোনো প্রতিযোগিতায় নেই। বিপরীতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডসহ প্রিমিয়ার লিগের ৯টি ক্লাবকে সামলাতে হবে ইউরোপীয় সূচির বাড়তি চাপ। সেই ধকলের কথা মাথায় রেখেই দল শক্তিশালী করেছে ইউনাইটেড। মিডফিল্ডে তারা দলে এনেছে আন্দ্রে সান্তোস ও ইউরি তিলেমান্সকে। তবে দীর্ঘ মরসুমে এই সংযোজন যথেষ্ট হবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

৪. চেলসি ও টটেনহাম কি চমক দেখাতে পারবে

গত মরসুমে চেলসি ও টটেনহাম-দুই দলের পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। তেমন কিছু যাতে আবার না ঘটে, সে লক্ষ্যে এবারের ট্রান্সফার উইন্ডোতে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করেছে দুই দল। চেলসি এ গ্রীষ্মেই অ্যাস্টন ভিলা থেকে ১১ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ডে মরগান রজার্সকে কিনে ইংলিশ ফুটবলারের সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফির রেকর্ড গড়েছে। পাশাপাশি আতালান্তা থেকে এসেছেন মার্কো পালেস্ত্রা (৪ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড)। ড্যানি ওয়েলবেক, জর্ডান হেন্ডারসন ও ম্যাক্সাঁস লাক্রোয়ার সঙ্গেও চুক্তির আলোচনা চলছে। টটেনহামও পিছিয়ে নেই। এ গ্রীষ্মেই তারা ক্লাব রেকর্ড ২৩ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড খরচ করেছে। জুলাইয়ে মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে স্পাররা পরপর দুইবার নিজেদের সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফির রেকর্ড ভেঙেছে। প্রথমে ৮ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে ওয়েস্টহামের মিডফিল্ডার মাতেউস ফার্নান্দেসকে, পরদিনই ১০ কোটি পাউন্ডে নিউক্যাসল থেকে সান্দ্রো তোনালিকে সই করিয়েছে তারা। এ ছাড়া টটেনহাম ইয়ান পল ভ্যান হেককে (ব্রাইটন থেকে ৫ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড), মার্কোস সেনেসি, অ্যান্ড্রু রবার্টসন ও মার্টিন দুবরাভকাকে দলে যুক্ত করেছে। নতুন কোচ, নতুন মুখ, ইউরোপীয় সূচির ভিন্নতা আর দলগুলোর বদলে যাওয়া বাস্তবতা-সব মিলিয়ে এবার প্রিমিয়ার লিগে আগেভাগে কোনো দলকে স্পষ্ট ফেবারিট বলা কঠিন। কয়েক মরসুম পর ইংল্যান্ডের শিরোপা লড়াই হয়তো আবার ফিরতে যাচ্ছে সেই পুরোনো অনিশ্চয়তার রূপেই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com